# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

“কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

**প্রকাশকাল** ■ **অক্টোবর ২০২২ খ্রি.।**

**উপদেষ্টা** ■ **আঃ গাফ্ফার খান**
**মহাপরিচালক** (অতিরিক্ত সচিব)
**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।**

**বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি**

■ ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন
পরিচালক (যুগ্মসচিব) (গবেষণা ও আইসিটি) : আহবায়ক

■ মোঃ মজিবর রহমান
সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-১) : সদস্য

■ মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (গবেষণা-৩ ও ৪) : সদস্য

■ রেজা শাহবাজ হাদী
সহকারী পরিচালক (গবেষণা-৫ ও ৬) : সদস্য

■ মাসুদ রানা
সহকারী পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) : সদস্য

■ আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) : সদস্য

■ মোঃ রশিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) : সদস্য সচিব



**স্বত্ব** ■ **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।**

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং তা জেনে আমি আনন্দিত।

আবহমান কাল ধরেই কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের মাটি এবং প্রকৃতি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। আদিকাল থেকেই এ দেশের অধিকাংশ গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে আসছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও দূরদর্শী কৃষিবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সর্বোপরি যোগ্য নেতৃত্বের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্ষুধামুক্তি নিশ্চিত করে বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশকে এলডিসি হতে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে কৃষিখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।

কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঘামে অর্জিত এ সাফল্য সার্থক হবে যদি তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যাযমূল্য সুনিশ্চিত করা যায়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের ন্যাযমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন, বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়নসহ পণ্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে সাপ্লাই ও ভ্যালু চেইনের সকল পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন বিভিন্ন অংশীজনের (কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্তভোগী, গবেষক, ভোক্তাসহ অন্যান্য) জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও সহায়ক হবে বলে মনে করি। সেই সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোনঃ০২-৫৫১০০১০০
ফ্যাক্সঃ ০২-২২৩৩৫৬৫৬৫
ই-মেইলঃ secretary@moa.gov.bd


# বাণী

কৃষি বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস। জীবন-জীবিকার পাশাপাশি কৃষি দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কৃষি খাতের উন্নতি দেশের সামগ্রিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে এই ধ্রুব সত্যকে উপলব্ধি করে জাতির পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিখাতের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই বাংলাদেশ আজ ইলিশ উৎপাদনে ও পাট রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম, ধান, সবজি, পেঁয়াজ উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, গবাদি পশু উৎপাদনে বিশ্বে দ্বাদশ, মৌসুমি ফলের মধ্যে কাঁঠাল উৎপাদনে প্রথম, আম উৎপাদনে অষ্টম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম এবং গম ও ভুট্টাসহ দানাদার জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনেও ক্রমেই এগিয়ে চলছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের ১১টি জিআই পণ্যের ৬টি পণ্যই কৃষিপণ্য। বাংলাদেশের কৃষিকে খোরপোশ কৃষি থেকে লাভজনক, বাণিজ্যিক এবং রপ্তানীমুখী কৃষিতে উন্নীতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিস্তাররোধে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কারণে দেশের বিপর্যস্ত খাদ্য শৃঙ্খল, অপ্রতুল পরিবহণ ব্যবস্থা ও শ্রমিকের অপ্রাপ্যতার কারণে কৃষিখাত অবশ্যম্ভাবী সংকটময় সময় অতিবাহিত করেছে। অনিশ্চিত এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন মেয়াদের কার্যকরী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; যেমন-কৃষকবন্ধু ডাক সেবা, কৃষিপণ্য পরিবাহী বিশেষ এক্সপ্রেস ট্রেন চালু, কৃষিপণ্যবাহী যানবাহন চলাচলের নিশ্চয়তা, বিভিন্ন জেলা/উপজেলার কাঁচাবাজার উন্মুক্ত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করাসহ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে দেশের ঘাটতি অঞ্চলের খাদ্য বা কৃষিপণ্যের চাহিদার ঘাটতি সহজেই মেটানো সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের মানুষের জন্য কৃষিজাতপণ্যের সার্বক্ষণিক যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, সরবরাহ শৃঙ্খল ও মূল্য সংযোজন শৃঙ্খল ব্যবস্থা সম্পর্কিত বড় ধরণের সংকট এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত “বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২” একটি চমৎকার ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। অত্র প্রতিবেদনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বন্ধে অংশীজন সম্যক ধারণা পাবেন বলে আশা করি এবং এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)

আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# মুখবন্ধ

বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশের জন্ম তথা স্বাধীনতা লাভ হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আমাদের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন খাতে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম কৃষি খাত। গত দুই বছরে করোনার প্রকোপে যখন জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান রাখা সেবা খাতসহ অন্যান্য খাতে ধস নেমেছিল, তখন কৃষি খাতই আমাদের দেশের অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত রাখতে পেরেছিল। পৃথিবীর মহান পেশায় নিয়োজিত কৃষক ভাইয়েরা করোনাকে অগ্রাহ্য করে আমাদের জন্য খাদ্যপণ্য উৎপাদন করেছিলেন। তাই কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। খাদ্যশস্য উৎপাদন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের কৃষক প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করে; যেমন- দেশবাসীর খাদ্য চাহিদা পূরণ করছেন, তেমনি নিজেদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। এখানকার মাটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের মাটি থেকে উর্বর; যেটি ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত দরকারি। এ জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে এ খাতটির কোনো বিকল্প নেই। কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন বিশ্বের নজর কেড়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের গুণাগুণ বজায় রাখার বিষয় নিয়ে ভাবছে সরকার। কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার অবকাঠামো জোরদারকরণ এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান করে আসছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের কৃষক দারিদ্রমুক্ত হওয়া মানেই, দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দ্বার উন্মুক্ত হওয়া।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুত ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংয়োজন, গুণগতমান পরিবীক্ষণ, উংপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ, কৃষি ব্যবসা এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারে সহায়তা, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, দলগত বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফসলের কর্তনোত্তর অপচয় হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা, বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে "কৃষি বিপণন আইন ২০১৮" মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে। এই অধিদপ্তর সারাদেশ হতে সুদীর্ঘকাল ধরে কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ করে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে তা সরবরাহ করে আসছে।

দেশের অর্থনীতির ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটছে। এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষির ভূমিকা টেকসই রাখার স্বার্থে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালন করে এই অধিদপ্তরের সার্বিক উন্নতি ও দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২-এ উপস্থাপিত অধিদপ্তরের কার্যক্রম, তথ্য উপাত্ত, অধিদপ্তরের অর্জন, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, উদ্ভাবন-গবেষক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অত্র অধিদপ্তরের কর্ম পরিধি সম্পর্কে অবহিত করবে বলে আশা রাখি। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কৃষি, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা এবং কৃষি খাতের সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনা বাস্তবে রুপ নিয়েছে তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

**ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন**
পরিচালক (যুগ্মসচিব) (গবেষণা ও আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# সম্পাদকীয়

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাগে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। শ্রম শক্তির ৪০.৬২ শতাংশ এখনও কৃষিকাজ নির্ভর (২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী)। কৃষি প্রধান দেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন তথা আপামর জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি, সামাজিক উন্নয়ন এবং আর্থিক সফলতা আশা করা যায় না। ক্রমবর্ধমান চাষাবাদের জমির স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের গবেষণা, কৃষকের শ্রম, কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল দপ্তর/সংস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনার জন্য কৃষিতে একটি যুগান্তকারী সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট জমি কম হলওে সম্প্রতি কৃষিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব পর্যায়ে ধান, পাট, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, আলু, সবজি ও মাছ উৎপাদনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমানে বাংলাদশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, পাট রপ্তানিতে ১ম, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম এবং মোট ফল উৎপাদনে ২৮তম স্থান অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের যে ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক দুঃসময়ে দেশের হাল ধরে দূরদর্শী ও সাহসী বিভিন্ন পদক্ষপে নিয়ে বিশ্ব দরবারে দেশকে এক বিশাল সফলতায় নিয়ে গেছেন। তবে কৃষির এ সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তির উপর। কৃষি, কৃষক, ব্যবসায়ীসহ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের সমন্বয়ে গড়ে উঠা সুষম কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দেশব্যাপী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের নানা ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানির কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের উন্নয়নে একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে-সাথে সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করাসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, দেশব্যাপী কৃষিপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, যৌক্তিকমূল্যে ভোক্তাদের পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পৃক্ত রয়েছে। কৃষকেরা কৃষিপণ্য উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য দেখালেও তাঁরা কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্যপ্রাপ্তি হতে প্রায় ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষক যেন তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান এবং অপরদিকে ভোক্তাও যেন যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন-বিপণন ব্যবস্থাপনায় এ বিষয়টিই হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ। পণ্য উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর মধ্যবর্তী পথে একাধিক স্তরে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মূলত এ সকল ব্যক্তির কারণেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু এ সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব না। কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন ঠিক রেখে কৃষক যেন ন্যায্যমূল্য পায় এবং ভোক্তা যেন না ঠকে এ লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নানা উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্যে অন্যতম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনলাইন প্লাটফর্ম সদাই অ্যাপ, জেলায়-জেলায় কৃষক বাজার স্থাপন, নিয়মিতভাবে পণ্যের বাজার তথ্য, উৎপাদন খরচ, যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সরকারকে প্রদানপূর্বক বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকরণ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জন্মলগ্ন থেকেই কৃষিপণ্য বিপণনের বিষয়ে কৃষককে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে কাজ করছে। বিশেষ করে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হলো কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

সম্প্রতি জাতিসংঘের মহাসচিব করোনা পরিস্থিতিকে ২য় মহাযুদ্ধের পর সংঘঠিত সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ও মানবিক সংকট হিসেবে বর্ণনা করছেনে। সাধারণ মানুষের কাছে করোনা সংক্রমণ ও কারোনা সংক্রমণজনিত মৃত্যু পরিস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। কেননা বিশ্বযুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত দেশের সংখ্যা ছিল সীমিত, কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২১২ এর বেশি দেশ। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় এক কোটি মানুষ। আমেরিকা-ইউরোপের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত দেশগুলোর পরিস্থিতি মোকাবিলায় হিমসিম খেয়ে অসহায় বোধ করেছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এতটাই তীব্র যে, গোটা মানবসভ্যতা হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে রাশিয়া ইউক্রেন চলমান যুদ্ধে বাংলাদেশে কোন খাদ্য সংকট দেখা দেয়নি- এর একমাত্র কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনা ও কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের দক্ষ নেতৃত্বে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও শক্তিশালী কৃষি বিপণন ব্যবস্থা চালু রাখা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাৎসরিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত তথ্যাদি 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২' এ উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায় কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাসহ সকলের প্রয়োজনে এ প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে।

# বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

**উপদেষ্টা**
আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**আহবায়ক**
ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন
পরিচালক (যুগ্মসচিব) (গবেষণা ও আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**সদস্য**
মোঃ মজিবর রহমান
সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-১)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**সদস্য**
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (গবেষণা- ৩ ও ৪)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**সদস্য**
রেজা শাহবাজ হাদী
সহকারী পরিচালক (গবেষণা-৫ ও ৬)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**সদস্য**
মাসুদ রানা
সহকারী পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**সদস্য**
আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**সদস্য সচিব**
মোঃ রশিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০১ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি | ১২-১৩ |
| ০২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) | ১৪-১৯ |
| ০৩ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো | ২০ |
| ০৪ | অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা | ২১ |
| ০৫ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ | ২২-২৭ |
| ০৬ | অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ | ২৮ |
| ০৭ | ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন | ২৯-৩০ |
| ০৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ | ৩০-৩১ |
| ০৯ | অধিদপ্তরের কার্যক্রম | ৩২-৩৩ |
| ১০ | সদর দপ্তরের কার্যক্রম | ৩৪ |
| ১১ | বাজার সংযোগ শাখা | ৩৪-৩৬ |
| ১২ | নীতি ও পরিকল্পনা শাখা | ৩৭ |
| ১৩ | অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম | ৩৭-৪৩ |
| ১৪ | ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা | ৪৩ |
| ১৫ | এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা | ৪৩-৪৪ |
| ১৬ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট | ৪৫ |
| ১৭ | ফিল্ড সার্ভিস | ৪৫ |
| ১৮ | গবেষণা  শাখা | ৪৬-৫৭ |
| ১৯ | গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা | ৫৭-৫৯ |
| ২০ | প্রশাসন ও হিসাব শাখা | ৫৯-৬২ |
| ২১ | প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা | ৬২-৬৩ |
| ২২ | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ | ৬৩-৬৯ |
| ২৩ | বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা | ৬৯-৭০ |
| ২৪ | কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা | ৭১-৭৪ |
| ২৫ | আইসিটি সেল | ৭৫-৭৯ |
| ২৬ | রপ্তানি উন্নয়ন শাখা | ৭৯-৮০ |
| ২৭ | বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম | ৮১ |
| ২৮ | ঢাকা বিভাগ | ৮১-৮২ |
| ২৯ | ময়মনসিংহ বিভাগ | ৮২-৮৩ |
| ৩০ | সিলেট বিভাগ | ৮৪-৮৬ |
| ৩১ | বরিশাল বিভাগ | ৮৬-৮৮ |
| ৩২ | চট্টগ্রাম  বিভাগ | ৮৮-৯০ |
| ৩৩ | রংপুর বিভাগ | ৯০-৯৩ |
| ৩৪ | রাজশাহী বিভাগ | ৯৪-৯৫ |
| ৩৫ | খুলনা বিভাগ | ৯৫-৯৬ |
| ৩৬ | অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি | ৯৭ |
| ৩৭ | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) | ৯৮ |
| ৩৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প | ৯৯-১০০ |
| ৩৯ | বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | ১০০-১০১ |
| ৪০ | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প | ১০১-১০২ |
| ৪১ | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প | ১০২-১০৩ |
| ৪২ | জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি | ১০৩ |
| ৪৩ | অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি | ১০৪ |
| ৪৪ | রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি | ১০৪-১০৫ |
| ৪৫ | বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন) | ১০৬ |
| ৪৬ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট | ১০৭ |
| ৪৭ | কর্মপরিকল্পনা | ১০৮ |
| ৪৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা | ১০৯-১১২ |
| ৪৯ | মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো | ১১৩-১১৮ |
| ৫০ | ফটো গ্যালারি | ১১৯-১২৫ |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

### পটভূমি:

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

### অধিদপ্তরের সৃষ্টি:

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল " কৃষি বাজার পরিদপ্তর ''।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "অধিদপ্তর '' হিসেবে ঘোষণা করে।

### রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

### অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

### প্রধান কার্যাবলী (Major Functions):

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী নিম্নরুপ:-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;

১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

## সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter):

### ১ নাগরিক সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **বাজারদর তথ্য সরবরাহ** | **দৈনিক বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br><br>**সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>ii. তথ্য সরবরাহ<br><br>**বাৎসরিক বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br><br>**মৌসুমী ফসলের বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | আবেদনপত্র,<br>বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর<br>জেলা অফিস এবং ওয়েবসাইট | বিনামূল্যে | **দৈনিক বাজারদর**<br>দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৩:০০ টা<br><br>**সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর**<br>অফিস চলাকালীন সময়<br><br>**বাৎসরিক বাজারদর**<br>অফিস চলাকালীন সময়<br>**মৌসুমী ফসলের বাজারদর**<br>অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ২ | **ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ** | www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ<br>- বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ ও স্ক্রল করে তথ্য সংগ্রহ | অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট<br>www.dam.gov.bd | বিনামূল্যে | যে কোনো সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>সেবার নাম</th><th>সেবা প্রদান পদ্ধতি</th><th>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান</th><th>সেবার মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানের সময়সীমা</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)</th></tr>
<tr><td>৩</td><td>বাজার কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন</td><td>নতুন প্রদানের ক্ষেত্রে-<br><br>১. আবেদনপত্র গ্রহণ<br>২. পূরণকৃত আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই<br>৩. সরেজমিনে পরিদর্শন<br>৪. যাচাই সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান<br><br>নবায়নের ক্ষেত্রে-<br><br>১. আবেদনপত্র গ্রহণ<br>২. আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই<br>৩. লাইসেন্স নবায়ন</td><td>নির্ধারিত আবেদন ফরম, ট্রেজারি চালান<br>পুরাতন কোড নম্বর--১৮৫৪<br>নতুন কোড নম্বর--১৪২২১৯৯<br><br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়</td><td>নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফি<br><br><table>
<tr><th>ব্যবসার শ্রেণী</th><th>নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা)</th><th>নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা)</th></tr>
<tr><td>হিমাগার</td><td>১৫০০/-</td><td>৮০০/-</td></tr>
<tr><td>চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাকারী প্রতিষ্ঠান</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>কুলচেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা ব্রোকার</td><td>১০০০/-</td><td>৫০০/-</td></tr>
<tr><td>বেপারী, ফড়িয়া</td><td>৩০০/-</td><td>২০০/-</td></tr>
<tr><td>ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী</td><td>১০০/-</td><td>৫০/-</td></tr>
</table></td><td>০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস</td><td>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান</td><td>১. গুদামরক্ষক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের আদ্রতা পরীক্ষা, পোকামাকড় পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ<br>২. শস্য ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা<br>৩. আওতাভুক্ত কৃষকের শস্য গুদামে জমা ও ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা<br>৪. গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগ্রহ<br>৫. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ৬টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান (সোনালী, জনতা,</td><td>- শস্য জমার রশিদ<br>- পাশবই<br>- আবেদন ফরম<br>- ঋণ বিতরণপত্র<br>- বন্দোবস্ত পত্র<br><br>সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে।</td><td><u>ভাড়া</u><br>কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা</td><td><u>খাদ্যশস্য</u><br>০৬ মাস<br><br><u>বীজ</u><br>০৯ মাস</td><td>ড. ফাতেমা ওয়াদুদ<br>উপপরিচালক<br>(শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)<br>মোবাঃ ০১৭১১-৫২৭৮৬৫</td></tr>
</table>

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | রূপালী, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক) | | | | |
| ৫ | **বাজার অবকাঠামো ও পরিবহণ সুবিধা প্রদান** | - আবেদনপত্র গ্রহণ<br>- বাজার পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন<br>- স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান | ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০২ (দুই) কর্মদিবস | উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ এবং ম্যানেজার, ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা ফোনঃ ০২-৯০১৪৪২০ |
| ৬ | **আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান** | - এফএমজি গ্রুপভূক্ত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকাকরণ<br>- তালিকাভূক্ত স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান | সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বিনামূল্যে | ০১ (এক) কর্মদিবস | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/যশোর/ নরসিংদী/কুমিল্লা/ মাগুরা/পঞ্চগড়/ রংপুর |
| ৭ | **রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ** | - নিত্য নতুন কৃষিপণ্য ও এর রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান এবং সম্ভাবনা যাচাই<br>- রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান | আবেদনপত্র আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন শাখা ফোনঃ ০১৭১৮-০০৯৯৯৯ ই-মেইলঃ |
| ৮ | **বাজার সংযোগ সৃষ্টি** | কৃষকের সাথে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী (আড়তদার, পাইকার, খুচরা কারবারী ইত্যাদি) সংযোগ তৈরি | বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সকল জেলা অফিস | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ৯ | **গবেষণা কার্যক্রম** | - বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি নির্ণয়<br>- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন | গবেষণা শাখা, সদর দপ্তর | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | সহকারী পরিচালক (গবেষণা) ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪২৩ ই-মেইলঃ reza_hadi@dam.gov.bd |

## ২ দাপ্তরিক সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **শস্য গুদাম তথ্য সরবরাহ** | i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | সদর দপ্তর ও জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | মোঃ শাহীদুল ইসলাম<br>সহকারী পরিচালক<br>ই-মেইলঃ<br>shahid.bc.bd@ gmail.com<br>মোবাঃ ০১৯১২-২৮৩৮৬৭ |
| ২ | **হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ** | i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | সদর দপ্তর ও জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | রেজা শাহবাজ হাদী<br>সহকারী পরিচালক<br>ই-মেইলঃ reza_hadi@ dam.gov.bd<br>মোবাঃ ০১৮২৩-৩১০৮৭০ |
| ৩ | **বাজারদর তথ্য সরবরাহ** | নিয়মিত তথ্য প্রেরণ | - বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস<br>- ওয়েবসাইট | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময়<br>- ওয়েবসাইটে যে কোনো সময় | উপপরিচালক<br>(বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ৪ | **১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ** | - বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ<br>- আবেদনপত্র গ্রহণ<br>- পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ<br>- নিয়োগপত্র জারি | ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন<br>প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি | ০৪ (চার) মাস | মহাপরিচালক<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫৫<br>ই-মেইলঃ<br>dg@ dam.gov.bd |
| ৫ | **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়নপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ** | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ)-র ফরমেট | বিনামূল্যে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় | জনাব মাসুদ রানা<br>সহকারী পরিচালক<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪৮<br>ই-মেইলঃ<br>masudrana325@gmail.com |
| ৬ | **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ** | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) মূল্যায়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ)-র ফরমেটে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন | বিনামূল্যে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় | |
| ৭ | **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (এনআইএস) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান** | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর (এনআইএস) খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা' র (এনআইএস) ফরমেট | বিনামূল্যে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় | আব্দুল মান্নান<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ<br>ammasumaiscu@gmail.com |

## ৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **জিপিএফ মঞ্জুরী** | - আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>- মঞ্জুরীপত্র জারি | - জিপিএফ এর ব্যালেন্স শীট<br>- অধিদপ্তরের হিসাব শাখা | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | জনাব আব্দুল মান্নান<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ<br>ammasumaiscu@gmail.com |
| ২ | **অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি** | - আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>- ছুটি অনুমোদন | - ছুটির আবেদনপত্র<br>- ছুটি প্রাপ্তির হিসাব<br>- অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | |
| ৩ | **পেনশন মঞ্জুরী** | - আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>- মঞ্জুরীপত্র জারি | - নির্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম<br>- পাসপোর্ট সাইজ ছবি<br>- পিআরএল মঞ্জুরির আদেশ<br>- প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র<br>- নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ<br>- প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ<br>- এস,এস,সি সার্টিফিকেট<br>- দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি<br>- সরকারি বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়নপত্র<br>- আনুগত্য সনদপত্র<br>- নাগরিকত্ব সনদপত্র<br>- না-দাবী সনদপত্র<br>- অঙ্গীকারনামা<br>- অডিট প্রত্যয়নপত্র<br>- চাকুরির বিবরণী | বিনামূল্যে | ১৫ (পনের) কর্মদিবস | |
| ৪ | **যানবাহন** | প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারি | - যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন<br>- প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় | ০৩ (তিন) মাস | |
| ৫ | **গৃহ নির্মাণ, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম মঞ্জুরী** | আবেদনপত্র প্রাপ্তি; মঞ্জুরীপত্র জারী; | পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ০৫ কার্যদিবস | জনাব আব্দুল মান্নান<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ<br>ammasumaiscu@gmail.com |
| ৬ | **মনোহরী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়, সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সেবামূলক যাবতীয়** | চাহিদার বিপরীতে প্রাধিকার মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান এবং ক্রয় করার প্রয়োজন হলে পিপিআর-২০০৮ পদ্ধতি | - যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন<br>- প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | বিনামূল্যে | মজুদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ০৩ কর্মদিবস | |

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **কাজ সম্পাদন** | অনুসরণপূর্বক ক্রয় করে সরবরাহ | | | | |
| ৭ | **কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের নতুন পাসপোর্ট ইস্যু ও মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান** | প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন নথিতে উপস্থাপন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান | (ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (অনলাইনে অথবা হার্ড নথিতে)<br><br>ফরম প্রাপ্তির স্থান: www.dip.gov.bd | বিনামূল্যে | ০৫ কর্মদিবস | |

**৪ আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা**

আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সিটিজেন্‌স চার্টার লিঙ্ক

**৫ আপনার কাছে (সেবা গ্রহীতার কাছে) আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা**

| ক্রঃ নং | প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় |
|---|---|
| ১ | স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান |
| ২ | যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা |
| ৩ | সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা |
| ৪ | দাপ্তরিক সেবার ক্ষেত্রে দপ্তরের অগ্রায়ণপত্র/প্রস্তাব |
| ৫ | আবেদনপত্রে ফোন নম্বর ও ই-মেইল নম্বর উল্লেখ করা |

**৬ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)**:

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন:

| ক্রঃ নং | কখন যোগাযোগ করবেন | কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) | **জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার (যুগ্মসচিব)**<br>পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা<br>ফোন: ৫৫০২৮৩৯১<br>মোবাইল: ০১৮৪৫-০০৩৮৩৩<br>ই-মেইল: dd_retc@dam.gov.bd<br>chakladerbau@gmail.com | তিন মাস |
| ২ | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | আপিল কর্মকর্তা | **রেহানা ইয়াছমিন**<br>যুগ্মসচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ফোন: ৫৫১০০০৬৭<br>মোবাইল: ০১৭১৮-৩২৮৪৪৭<br>ই-মেইল: jsadmn@moa.gov.bd<br>ওয়েব: www.moa.gov.bd | এক মাস |
| ৩ | আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল | অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র<br>৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ওয়েব: www.grs.gov.bd | তিন মাস |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০৯টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ১৩৪টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যবধি বিলুপ্ত হয়নি। বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আরো ১০৫টি ক্যাডার পদসহ মোট ২৩৬টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত পদসহ মোট পদ সংখ্যা ৯৯৪টি।

| ক্রমিক | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ০১ | গ্রেড-০১ | ০ | ০ | ০ |
| ০২ | গ্রেড-০২ | ১ | ১ | ০ |
| ০৩ | গ্রেড-০৩ | ০ | ০ | ০ |
| ০৪ | গ্রেড-০৪ | ৩ | ৩ | ০ |
| ০৫ | গ্রেড-০৫ | ১৫ | ৮ | ৭ |
| ০৬ | গ্রেড-০৬ | ২৫ | ০ | ২৫ |
| ০৭ | গ্রেড-০৭ | ২ | ২ | ০ |
| ০৮ | গ্রেড-০৮ | ০ | ০ | ০ |
| ০৯ | গ্রেড-০৯ | ১৮৩ | ৩০ | ১৫৩ |
| ১০ | গ্রেড-১০ | ৫৫ | ৩০ | ২৫ |
| ১১ | গ্রেড-১১ | ২৬ | ১৬ | ১০ |
| ১২ | গ্রেড-১২ | ৮০ | ৬৭ | ১৩ |
| ১৩ | গ্রেড-১৩ | ১৬ | ৯ | ৭ |
| ১৪ | গ্রেড-১৪ | ১৫ | ১৪ | ১ |
| ১৫ | গ্রেড-১৫ | ২৬ | ২৫ | ১ |
| ১৬ | গ্রেড-১৬ | ২৪৪ | ১২৪ | ১২০ |
| ১৭ | গ্রেড-১৭ | ০ | ০ | ০ |
| ১৮ | গ্রেড-১৮ | ৩৮ | ৩৮ | ০ |
| ১৯ | গ্রেড-১৯ | ১৩ | ১০ | ৩ |
| ২০ | গ্রেড-২০ | ২৫২ | ১৬৮ | ৮৪ |
| | **মোট:** | **৯৯৪** | **৫৪৫** | **৪৪৯** |

# অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

| ক্রমিক | অধিদপ্তর প্রধানগণ | পদবী | মেয়াদ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব টি হোসেন, টিকিউএ | পরিচালক | ০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০ |
| ০২ | জনাব কাজী মজির উদ্দিন | পরিচালক | ০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭ |
| ০৩ | জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান | পরিচালক | ০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২ |
| ০৪ | জনাব কাজী মজির উদ্দিন | পরিচালক | ১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭ |
| ০৫ | জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭ |
| ০৬ | জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮ |
| ০৭ | জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান | পরিচালক | ০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১ |
| ০৮ | জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩ |
| ০৯ | জনাব আতিকুর রহমান | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪ |
| ১০ | জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭ |
| ১১ | জনাব মোঃ মোমিনুল হক | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪ |
| ১২ | জনাব সিরাজুল ইসলাম | পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) | ২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮ |
| ১৩ | জনাব ড. এম, এ মোমেন | পরিচালক (যুগ্মসচিব)<br>(অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯ |
| ১৪ | জনাব আকমল হোসেন আজাদ | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)<br>(অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯ |
| ১৫ | জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)<br>(অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯ |
| ১৬ | জনাব মোঃ মাহ্‌ফুজ-উল আলম | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০ |
| ১৭ | জনাব মোঃ মোমিনুল হক | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১ |
| ১৮ | জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ (এনডিসি) | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)<br>(অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১ |
| ১৯ | জনাব ছিদ্দিকুর রহমান | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২ |
| ২০ | জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক | পরিচালক (যুগ্মসচিব)<br>(অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২ |
| ২১ | জনাব আবদুল্লাহ্‌ আল মোহসীন চৌধুরী | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪ |
| ২২ | জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান | পরিচালক (যুগ্মসচিব)<br>(অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪ |
| ২৩ | জনাব  মোঃ মাহবুব আহমেদ | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫ |
| ২৪ | জনাব  মোঃ মাহবুব আহমেদ | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮ |
| ২৫ | ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯ |
| ২৬ | জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ১০-০৩-২০১৯ হতে ১৪-১১-২০২১ |
| ২৭ | জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৬-১২-২০২১ হতে অদ্যাবধি |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৩৯০২ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৫০১.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ৩৯৮৯ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১৬৩৫ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২৭১৯টি মোবাইল কোর্ট/ বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- শসা, বেগুন, পেঁপে, টমেটো, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, আলু, গাজর, মুলা, গম, তামাকসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্‌তৃতি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মুঠোফোনভিত্তিক বিপণন প্লাটফর্ম "সদাই" চালু করণ;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- করোনাকালীন সময়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট ২,৪৯,৯১,৮০০/- টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্‌তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা)- এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও  তেলবীজ, ডাল-কলাই, ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমী শাক-সব্জি, আলু ও বেগুন-এর মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

## ১. বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা:

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

**প্রদানকৃত সেবা:**

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দলের সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন; এবং
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ২. বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টিঃ

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এসকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, বিভিন্ন জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরনের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদানকৃত সেবাঃ**

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি;
- মহিলা কর্ণারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান; এবং
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তাগণ/বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

## ৩. শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**প্রদানকৃত সেবাঃ**

- নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন;
- সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকাভুক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

## ৪. ই-বিপণন সেবাঃ

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT-এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual marketing প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange-এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

**প্রদত্ত সেবাসমূহঃ**

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়;
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়;
- ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন; এবং
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ**

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service-গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন; এবং
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউজ করে Registration-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

## ৫. সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবাঃ

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত এসকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে:

**প্রদানকৃত সেবা :**

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান; এবং
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য কুলভ্যান, ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

## ৬. কৃষক বিপণন দল গঠন:

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের। ফলে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে দলভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- কৃষক দল গঠন;
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ;
- লজিস্টিক সাপোর্ট; এবং
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান;
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান;
- যে কোন কৃষক স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে; এবং
- এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষকদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

## ৭. কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন:

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণাধর্মী সেবা;
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা; এবং
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগিতা ।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না;
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়; এবং
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

## ৮. মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা :

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ :**

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- অধিদপ্তর বছরব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন;
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; এবং
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

## ৯. বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২ (দুই) ধরনের ঋণ সুবিধা বিদ্যমান-

### ক) কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ:

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ :**

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস; এবং
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণগ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া :**

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

### খ) শস্য গুদাম ঋণ:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ (Distress Sale) করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা; এবং
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া :**

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

## ১০. লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগঃ

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ :**

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষিপণ্য আইন, ১৯৬৪ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত) এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়;
- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে;
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ**

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়;
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম-এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করতে হয়;
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে;
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে-এ লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; এবং
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই-এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

# অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

## ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে একটিসহ সারদেশের ৪২টি জেলায় কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে;
- সম্প্রতি চালু হয়েছে কৃষিপণ্য কেনা-বেচার ডিজিটাল প্লাটফর্ম সদাই। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক চালুকৃত এ প্লাটফর্মে কৃষিপণ্য অর্ডার, উদ্যোক্তা নিবন্ধন, অর্ডার ট্র্যাকিং, মান নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়াসহ নানা সুবিধা রয়েছে;
- কোভিড-১৯ কালীন সময়ে নিরাপদ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় হাতের মুঠোয় কাঁচাবাজার নামে মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক অনলাইন বিপণন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ কাঁচাবাজার চালু করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলনপূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ৬০,৮৭০ টি বাজার তথ্য ১২,০৬৫টি বুলেটিন ও ৯১০টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, সহজ বিজ্ঞাপন ও বাজার সংযোগের জন্য www.krishokerbazar.gov.bd নামে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে;
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত কৃষি বিপণন আইন ২০১৮-এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় ১০০০টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারি কোষাগারে প্রায় ১.৮৪০ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে প্রায় ২০০০টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল গ্রুপে সর্বমোট ৫০০০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন;
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় (Distress Sale) রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৩৯৮৯ জন কৃষকের ৩৯০২ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৫০১.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৭০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১২০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণ, ফ্রেশকাট, মিক্সড সবজি ও ফলমূল বিপণন, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৯৫,০০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তা/বাজারকারবারী/সুপারশপ প্রতিনিধি/বাজার কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে ০৫টি আঞ্চলিক ও ০৯টি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ৩৫টি মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে, যার আওতায় প্রায় ২৫০০ জন কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে;
- কৃষকদের বিপণন অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল এসেম্বল সেন্টারে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৬টি গবেষণা শাখা ও অন্যান্য শাখা ও জেলা হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ৩০০টি প্রতিবেদন এবং ২০,০০০টি পোস্টার, হ্যান্ডবিল, স্টিকার, ব্রুশিয়ার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে;

- খুচরা বাজারে কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খুচরা, পাইকারী, আড়তদার, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী সারা দেশে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে; এবং
- প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিএস (কৃষি অর্থনীতি) প্রোগ্রামের ১১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

**বিশেষ অর্জন/স্বীকৃতি:**

- ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণয়ালয় কর্তৃক কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন (কেআইবি) চত্বরে আয়োজিত জাতীয় সবজি মেলা, ২০২২ এবং জাতীয় ফল মেলা, ২০২২-এ অংশগ্রহণপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিপণনকে বলা হয় অদৃশ্যমান কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন দূরুহ, জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। যেমন-

**১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব:**

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব;
- উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না;
- জেলা পর্যায়ে মাত্র ০১ জন কর্মকর্তা এবং ১/২ জন জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮- এর বাস্তবায়ন ও সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত ৪,১৮৬টি পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২,৬০৪টি পদ (উপজেলাসহ) সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হলেও চূড়ান্তভাবে মাত্র ৪০৯টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে যা দ্বারা দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন;
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা সরবরাহ, প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা;
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে;

**২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-এর অভাব:**

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমনঃ নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকিং হাউজ, পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামোর সুবিধার অভাব। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিকস-এর অভাব রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে;
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানী সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস- এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় কারিগরী যন্ত্রাদি ও উপকরণের অভাব রয়েছে;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুল ভ্যান, রিফার ভ্যান বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে;

**৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরী দক্ষতার অভাব:**

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;

- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানি বাজার-এর উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না;
- আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্বেও FAO, WTO এর আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না;

**৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা ও সংস্কার :**

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ জাতীয় সংসদে পাশ হলেও কৃষি বিপণন বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখা, কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ, চুক্তিভিত্তিক বিপণন, সমবায় বিপণন সম্প্রসারণসহ কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির মত গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না;
- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দূর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না;
- কৃষক, উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার্থে আধুনিক বিপণন সহায়ক নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

**৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:**

- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌছানো সম্ভব হচ্ছেনা;
- উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয়ের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

**৬) বিপণন অবকাঠামোর দুর্বলতা**

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব রয়েছে;
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড স্টোরেজ ইত্যাদির অভাব রয়েছে;
- গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব রয়েছে;
- কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব রয়েছে;
- গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে;
- ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

# অধিদপ্তরের কার্যক্রম

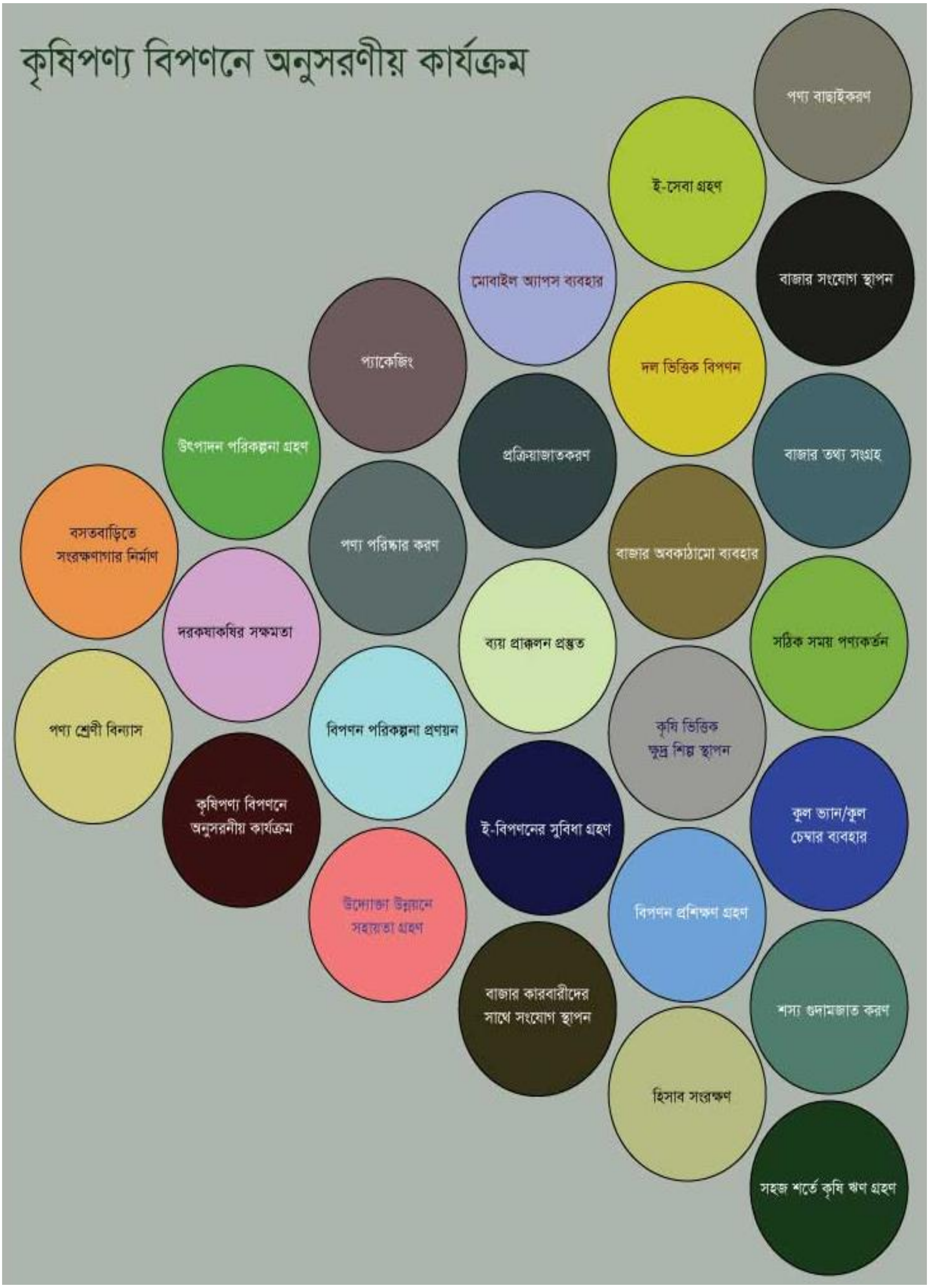
কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম
পণ্য বাছাইকরণ
ই-সেবা গ্রহণ
বাজার সংযোগ স্থাপন
মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার
দল ভিত্তিক বিপণন
প্যাকেজিং
উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ
প্রক্রিয়াজাতকরণ
বাজার তথ্য সংগ্রহ
বসতবাড়িতে সংরক্ষণাগার নির্মাণ
পণ্য পরিষ্কার করণ
বাজার অবকাঠামো ব্যবহার
দরকষাকষির সক্ষমতা
ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত
সঠিক সময় পণ্যকর্তন
পণ্য শ্রেণী বিন্যাস
বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন
কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন
কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরনীয় কার্যক্রম
ই-বিপণনের সুবিধা গ্রহণ
কুল ভ্যান/কুল চেম্বার ব্যবহার
উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা গ্রহণ
বিপণন প্রশিক্ষণ গ্রহণ
বাজার কারবারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন
শস্য গুদামজাত করণ
হিসাব সংরক্ষণ
সহজ শর্তে কৃষি ঋণ গ্রহণ

# সদর দপ্তরের কার্যক্রম

## বাজার সংযোগ শাখা

**কার্যাবলী :**

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তা সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা।কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন আকারে তা প্রকাশ করা।

**প্রদানকৃত সেবাসমূহঃ**

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের কৃষক প্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তরবুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।
- সকল জেলায় একটি করে নিরাপদ সবজি কর্ণার স্থাপন করে নিরাপদ ভাবে উৎপাদিত সবজির বিপণন ব্যবস্থা করা এবং কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে যোগ সূত্র স্থাপন করা।

**প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ**

৬৮টি বাজার হতে প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা ১২৮টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।

**বাজার তথ্য সরবরাহঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড ষ্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অত্র শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ৭,০০৩টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

**ওয়েব সাইট-এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার :**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd-নামে একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,খুলনা,বরিশাল,সিলেট,রংপুরও ময়মনসিংহসদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর-এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েব-সাইট-এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

**যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন :**

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। উক্ত সভাসমূহে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খুচরা পর্যায়ে চাল, ডাল ও সরিষার তেলের ক্ষেত্রে পাইকারী মূল্যের সাথে ৮%, ব্রয়লার মুরগী ও ডিম ১২%, কক/সোনালী ১২%, পিয়াজ, রসুন, আদা ১২%, আলু ১৮% এবং কাঁচা মরিচ ১২% ও সকল প্রকার পঁচনশীল শাকসবজি ২৫% অতিরিক্ত মূল্য (বিপণন ব্যয়+মুনাফা) যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর টাউনহল ও মিরপুর-১নং বাজারের ব্যবসায়ী সমিতিকে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রদান এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য যৌক্তিক মূল্যের তালিকা প্রেরণ ও বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

**বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন :**

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শন কালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (মাসিক ভিত্তিতে) দেশের সকল জেলার পরিদর্শিত বাজারের সংখ্যা ৫,১২০টি (প্রায়), প্রধান-প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলাসমূহে পণ্যসমূহের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায়। Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ১,৩৮২টি, যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ১,১৭০টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

**কোল্ড ষ্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন :**

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করা। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিদর্শিত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা ৪০৪টি(প্রায়), পরিদর্শিত গুদামের সংখ্যা ৪,১০৯টি (প্রায়), কোল্ড স্টোরেজ/গুদামের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণকৃত পণ্যসমুহের নাম, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের পরিমাণ এ সকল তথ্য প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত থাকে।

**কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন :**

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

**সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন :**

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,খুলনা, বরিশাল,সিলেট, রংপুরও ময়মনসিংহসদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর-এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ  পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।
এ ছাড়াও বাজার সংযোগ শাখা হতে গুরত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ ২০টি কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উভয় প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

**বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান :**

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ০৮টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং-এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

# নীতি ও পরিকল্পনা শাখা

**ভূমিকা:**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

**কার্যাবলী:**

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ চাহিদা প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- বৈদেশিক দাতা সংস্থার (জেমন-বিশ্বব্যাংক, এডিবি) সাথে প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরি এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা;
- উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও নির্দেশিকার অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের ক্রয়পরিকল্পনা ও ক্রয় পদ্ধতি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী অনুমোদন করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের (সকল বিভাগীয় কার্যালয়) সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান।

**মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা :**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি:**

অধিদপ্তরের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০২টি কর্মসূচি চলমান ছিল। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতাভুক্ত ০২টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

# অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

## ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

### ১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-১ম সংশোধিত) (বিপণন অংগ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ২১২ কোটি ৯০ লক্ষ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি ও IFAD |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মুল উদ্দেশ্য:**<br>জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;<br>খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;<br>গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ১১টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নেয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)<br>মোট ৩০টি উপজেলা। |

| | | | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | ২১,২৯০.৫৭ | ১৪৪৫.০০ | ১,৪১৮.০০ (৯৮.১৩%) | ৭,৭১২.৭০ (৩৮.১৬%) |

**প্রকল্পের প্রধান-প্রধান কার্যক্রম:**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ৮,৬০০ ব্যাচ;
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৯,০০০ ব্যাচ;
(৩) উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ জন।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি:**

(১) ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৬০টি কর্মশালার মধ্যে ৩২টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ৮৬০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৪৬৮১ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) ৩০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৯০০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩৬৬৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৫) ম্যাচিং গ্রান্ট বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও ইফাদ সদরদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ২। বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ২৭৮৪.১৬ লক্ষ টাকায়। |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মুল উদ্দেশ্য:**<br>প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি।<br>খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন।<br>গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার।<br>ঘ) বাজারভিত্তিক কৃষক দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধি।<br>ঙ) প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং অন্যান্য প্রচারনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ফুলের কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপণন ব্যয় হ্রাস। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ৬টি জেলা (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা)। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২,৭৮৪.০০ | ১,৭৭১.০০ | ১,৭৪৬.০০ (৯৮.৫৯%) | ২,৬২৫.০০ (৯৫%) |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

(১) **প্রশিক্ষণ:** প্রকল্প মেয়াদে ৫৪০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাকে এবং ৫০ জন কর্মকর্তাকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(২) **এক্সপোজার ভিজিট বাস্তবায়ন:** ১২ জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি ব্যাচে এক্সপোজার ভিজিটের সংস্থান করা হবে।
(৩) **কৃষক বিপণন দল গঠন:** সর্বমোট ১০০টি বিপণন দল গঠন করা হবে।
(৪) ঢাকার গাবতলীতে দুইতলা বিশিষ্ট একটি ফুলের পাইকারী বাজার ও এসেম্বল এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।
(৫) ০৪টি এসেম্বল সেন্টার (ঝিনাইদহ, যশোর, মানিকগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা) নির্মাণ করা হবে।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি:**

(১) প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের টিওটি প্রশিক্ষণ ০২/০২ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮/১৮ ব্যাচ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৬/৬ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(২) ঢাকার গাবতলীতে ফুলের পাইকারী বাজার ও ৫টি এসেম্বল সেন্টার, নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
(৩) ঢাকার মিরপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
(৪) ফুলের পাইকারী বাজার ও এসেম্বল সেন্টারের জন্য প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এসেম্বল সেন্টার

বালিয়াডাঙ্গা এসেম্বল সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

## ৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প:

<table>
<tr><td>১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="4">১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>:</td><td colspan="4">মোট: ১৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>অর্থায়নের উৎস</td><td>:</td><td colspan="4">জিওবি</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">মূল উদ্দেশ্য:<br>অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।<br>সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:<br>ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ;<br>খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাক-সবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;<br>গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি;<br>ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা;<br>ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;<br>চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">নির্বাচিত ৩১টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৭.</td><td rowspan="2">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td>:</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)</td><td>প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td></td><td>১৬০০০.০০</td><td>১২০০.০০</td><td>১১৯৯.০০ (৯৯.৯২%)</td><td>২৫৩৪.০০ (১৫.৮৪%)</td></tr>
</table>

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

(১) ৪৬২৫ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(২) ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে।
(৩) জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২ টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।
(৪) ২১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।
(৫) ৫০০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হবে।
(৬) ১২টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর নিমিত্ত ইকুইটমেন্ট সংগ্রহ করা হবে।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৮ ব্যাচ (২৬৪০ জন কৃষক, উদ্যোক্তা, ও ব্যবসায়িদের সমন্বয়ে) সম্পন্ন হয়েছে।
(২) প্রকল্পের আওতায় ৩৪ ব্যাচ (৮৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৬টি জেলার (সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পিরোজপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরা জেলার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অন্যান্য জেলার যথাশীঘ্র ভবন নির্মাণে কাজ শুরু হবে।

(৪) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজ এবং রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়ের সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
(৫) গৃহ পর্যায়ে শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য ১০৪টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলায় মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

পাবনা জেলায় অফিস ভবনের জায়গা পরিদর্শন

সাতক্ষীরা জেলায় ভবন নির্মানের জায়গা ও লে-আউট পরিদর্শন

সাতক্ষীরা জেলায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা

## ৪। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | মোট: ২,৫২৬.০০ লক্ষ টাকা | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মূল উদ্দেশ্য:**<br>প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় ১০%-১৫% বৃদ্ধি করে দারিদ্র হ্রাস করা।<br>**প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>(ক) প্রকল্পের আওতায় ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উপকারভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।<br>(খ) পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ৩০০টি ঘর নির্মাণ করা হবে।<br>(গ) ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হবে। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ৭টি জেলার (ঢাকা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও পাবনা) মোট ১২টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০২১-২০২২ | ২০২১-২০২২ | প্রকল্পের শুরু থেকে |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **(লক্ষ টাকায়)** | অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ **(লক্ষ টাকায়)** | অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার **(লক্ষ টাকায়)** | ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি **(লক্ষ টাকায়)** |
| | | | ২,৫২৬.০০ | ৪৪.০০ | ৪৪.০০ (১০০%) | ৪৪.০০ (১.৭৪%) |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

(১) ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উপকারভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(২) পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ৩০০টি মডেল ঘর নির্মাণ করা হবে।

(৩) ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:**

(১) প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে মাঠ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;

(২) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে;

(৩) ১ টি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে;

## ৫। আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | বাস্তবায়নকাল | : | জানুয়ারি, ২০২২-জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট: ৪,২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা | | | |
| ৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি | | | |
| ৫. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | **মূল্য উদ্দেশ্য:** আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ উন্নয়ন ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>১) বসতবাড়ীর উঁচু, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনী ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৪৫০ আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;<br>২) প্রতিটি মডেল ঘর কেন্দ্রিক ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আলু চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;<br>৩) আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;<br>৪) আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে ৪৫০টি কৃষক বিপণন দলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা; | | | |
| ৬. | প্রকল্প এলাকা | : | নির্বাচিত ১৭টি জেলার ২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭৬টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ৪২৭৬.৭৪ | প্রকল্পটি গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখে অনুমোদিত হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ নেই। | | |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

(১) ৪৫০টি (২৫′×১৫′) আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;

(২) ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১টি করে মোট ৪৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন;
(৩) ১৮,৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

**প্রকল্পের প্রত্যাশিত প্রভাব:**
(১) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
(২) গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং
(৩) টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।

## ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

| ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের নাম | প্রকল্পের মেয়াদ কাল | সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আধুনিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত) | ৭,৩০০.০০ |
| ২ | কৃষিপণ্যের বিপণন সেবা সম্প্রসারণ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৪ পর্যন্ত) | ৪,৮৫০.০০ |
| ৩ | কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত) | ৪,৮৮০.০০ |
| ৪ | কৃষকের বাজার স্থাপন প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত) | ২০,০০০.০০ |

## এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়াদি সম্পর্কিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা:

| ক্রমিক নং | নির্বাচিত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | Smallholder Agricultural Competitiveness Project (SACP-DAM Part-1st Revised). | জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২৪ | ২১২৯০.৫৭ | চলমান |
| ২ | Strengthening Flower Marketing System by Developing Market Infrastructure, Storage and Transportation Facilities Project. | অক্টোবর, ২০১৮- জুন, ২০২২ | ২৭৮৪.০০ | সমাপ্ত |
| ৩ | Strengthening Department of Agricultural Marketing Project (SDAMP). | জুলাই, ২০১৯- জুন, ২০২৪ | ১৬০০০.০০ | চলমান |
| ৪ | Potatoes Multipurpose Uses, Storage and Marketing Development Project | জানুয়ারি, ২০২২- জুন, ২০২৬ | ৪২৭৬.৭৪ | চলমান |
| ৫ | Onion and Garlic Storage method Digitalizing and Marketing Activities Development in Farmers Level Project. | জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৬ | ২৫২৬.০০ | চলমান |
| ৬ | Establishment Cold Storage Agricultural Produces, Post Harvest Management and Marketing Management Development Project. | জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৬ | ৪৮০০.০০ | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত |
| ৭ | Modernization, Digitalization and Extension Activities of SOGORIK Project. | জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৬ | ৭৩০০.০০ | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত |
| ৮ | Marketing Services Extension, Quality Assurance and Value Chain Development of Agricultural Produces Project. | জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২৪ | ৪৮৫০.০০ | ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে |
| ৯ | Establishment Farmers Market in Countrywide | জুলাই, ২০২১- | ২০০০০.০০ | ডিপিপি প্রণয়ন |

| ক্রমিক নং | নির্বাচিত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| | Project. | জুন, ২০২৫ | | সম্পন্ন হয়েছে |
| ১০ | Marketing and Extension of Agricultural Product Produces in Char Land Project. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ৫০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১১ | Expansion of Mango Export Market through Establishing Vapor Heat Treatment Plant Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪ | ৩১৫০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১২ | Assurance of access to market information & improvement of ICT infrastructure. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ২০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৩ | E-Agricultural Marketing System Development Project. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ১৯০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৪ | Disseminating Marketing Information and Modern Technology. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৪ | ১০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৫ | Development of agri-business & entrepreneurs, Establishment of sustainable value chain, Renovation of Agro-processing infrastructure. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৪৫০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৬ | Development of market infrastructure, Improvement of storage facility throughout the country. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৭০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৭ | Food & Nutritional Security through Enhancing Agricultural Productivity and Strengthening Market Linkage Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৫০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৮ | Establishment and Development Processing Infrastructure for Enhancing Value Addition Activities Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ১৯০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৯ | Supporting homestead agricultural value addition strategies Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৮৫০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২০ | Women empowerment in production, processing & other income generating activities. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ১৫০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২১ | Facilitation of market access of all the farmers of the country. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ২০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২২ | Enhancing Marketing Skill of Farmers, Agricultural Entrepreneur and Agricultural Businessman through Training in Field Level. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ১৩০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২৩ | Strengthen research to ensure fair market price of agricultural products at the production as well as farmers level. (Cost; BDT 700.00 million) | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৭০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২৪ | Strengthening Capacity Building of DAM in Research and Policy Analysis of Agricultural Marketing Information. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৫০০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২৫ | Extension of appropriate post-harvest management technologies through training and demonstration Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৪৫০০০.০০ | সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট:

### ১. উন্নয়ন বাজেট:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | এডিপি বরাদ্দ | সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-১ম সংশোধিত) (বিপণন অঙ্গ) ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত | ৪,৬৯০.০০ | ১,৪৪৫.০০ | ১,৪১৮.০০ (৯৮.১৩%) | ১০০% |
| ২ | বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত) | ১,৭৭১.০০ | ১,৭৭১.০০ | ১,৭৪৬.০০ (৯৮.৫৯%) | ১০০% |
| ৩ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। | ১,৭০০.০০ | ১,২০০.০০ | ১,১৯৯,০০ (৯৯.৯২%) | ১০০% |
| ৪ | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত | ৪৪.০০ | ৪৪.০০ | ৪৪.০০ (১০০%) | ১০০% |
| ৫ | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত | প্রকল্পটি গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখে অনুমোদিত হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ নেই। | | | |

### ২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জেলা পর্যায়ে ‘‘কৃষকের বাজার’’ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১১৬.০০ | ১১৬.০০ | ১১২.৬০ (৯৭.০৭%) | ১০০% |
| ২ | অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১০৬.৬০ | ১০৬.৬০ | ১০৬.১৭ (৯৯.৬০%) | ১০০% |
| ৩ | রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত | ২.৫০ | ২.৫০ | ২.৪৮ (৯৯.২৮%) | ১০০% |

# ফিল্ড সার্ভিস শাখা

**ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:**

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি,বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছরভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা করা;

- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা; এবং
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

# গবেষণা শাখা

**গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী:**

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও আর্থিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপণ করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক বাজার দরের ভিত্তিতে জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Situation Report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা; এবং
- দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত কৃষিপণ্য হিমাগারে সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণ ও খালাসের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

## গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী

**গবেষণা শাখা -১ (খাদ্য শস্য জাতীয় ফসল)-এর কার্যাবলী:**

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- সারা দেশের সাপ্তাহান্তিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম ও ভুট্টার জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল ও গম-এর জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময়-সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;

**গবেষণা শাখা -২ (ডাল, কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল)-এর কার্যাবলী:**

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- বিভিন্ন প্রকার মসলা যেমন-পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও মরিচসহ ডাল ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও মরিচের উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা-এর সময়ে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচামরিচ, ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**গবেষণা শাখা -৩ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:**

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজারদরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, ডিএপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষিপণ্যের যেমন-বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন-আমলকী, হরতকী, নিমপাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

**কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণঃ**

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানিকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৯৭৭ সালে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার যাবতীয় কার্যক্রম এই শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর তামাকের মূল্য নির্ধারণী সভার কার্যপত্র প্রস্তুত ও তামাকের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শনের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। তামাকের মৌসুম শেষে প্রতিবছর তামাকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সাব কমিটি Compliance Guidelineএর খসড়া প্রস্তুত করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে যা অত্র শাখায় যাচাই-বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পুননির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

**গবেষণা শাখা-৪ (প্রাণিজ ও মৎস সম্পদ)-এর কার্যাবলী:**

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণিজ ও মৎস সম্পদ-এর তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারমূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

**গবেষণা ও নীতি সংশিষ্ট কার্যক্রম:**

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate Change Readiness Assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তা ছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন FPMU কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP)-এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

**গবেষণা শাখা -৫ ও ৬ (শাকসবজি ও ফলমুল)-এর কার্যাবলী:**

- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর পর্যালোচনা করে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাকসবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা গড় বাজার দর নিরুপন করা;
- সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরুপন করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক শাকসবজির এবং মৌসুমী ফলের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান নিরুপন করা;

- প্রতিবছর আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও মজুদ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- প্রতিবছর সারাদেশের হিমাগারসমুহে আলু সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- প্রতি মাসে সারাদেশের হিমাগারের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতিবছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পকেট বুক প্রকাশের নিমিত্তে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য প্রেরণ করা;
- বিভিন্ন শাকসবজির ভেল্যুচেইন বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত অন্যান্য কার্যাবলী নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা।

## গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী:

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ঘাটতি/উদ্বৃত্তের তথ্য প্রণয়ন;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্য যেমন চাল, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, তেল, আলু, শাক-সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ, আমদানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- বিভিন্ন জেলার কৃষি পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা এবং ঘাটতি/উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমাণ ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণ্যের বিপণন, গবেষণা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

## উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র:

ধান-এর কৃষকপ্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| বোরো মোটা | ২১২৪ | ১৮৮৮ | ১৭৩২ | ২৪৩২ | ২৪৬৩ |
| বোরো মাঝারী | ২৪৪৪ | ২১৬৬ | ১৯৮৩ | ২৬৯১ | ২৭৯২ |

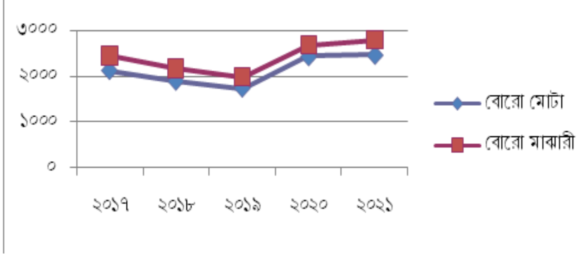

## চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর
(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| চাল মোটা | ৩৭১৮ | ৩৪৬৯ | ২৭৪৫ | ৩৫৬২ | ৪১০৯ |
| চাল মাঝারী | ৪৩৭৯ | ৪১৮৩ | ৩৪৮৮ | ৪০৭৫ | ৪৮২৭ |
| চাল সরু | ৫০৪৯ | ৫১৮৮ | ৪৫৪১ | ৫১৮৮ | ৫৬৭১ |

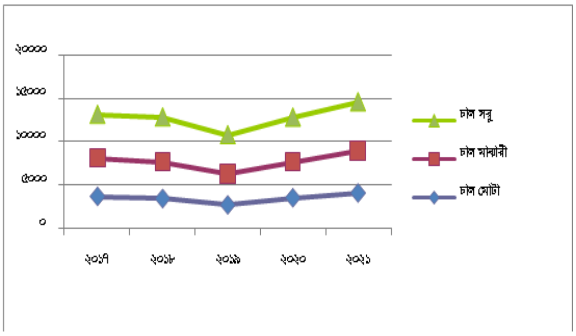


## চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| চাল মোটা | ৪০ | ৩৭ | ৩০ | ৫৫ | ৪৩ |
| চাল মাঝারী | ৪৬ | ৪৪ | ৩৭ | ৪৩ | ৫১ |
| চাল সরু | ৫৩ | ৫৫ | ৪৮ | ৪৮ | ৬০ |

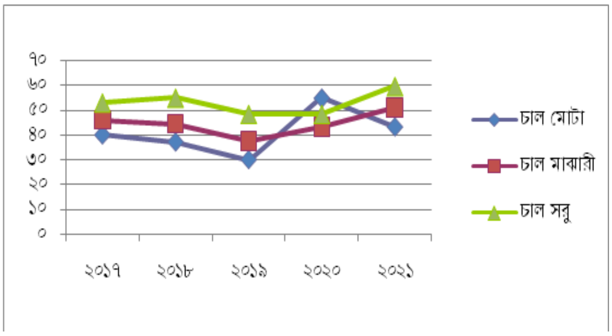


## গম ফসলের তুলনামুলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২০ | ২১ | ২৩ | ২৪ | ২৯ |
| পাইকারী | ২২ | ২৩ | ২৫ | ২৫ | ২৭ |
| খুচরা | ২৪ | ২৫ | ২৭ | ২৮ | ৩০ |

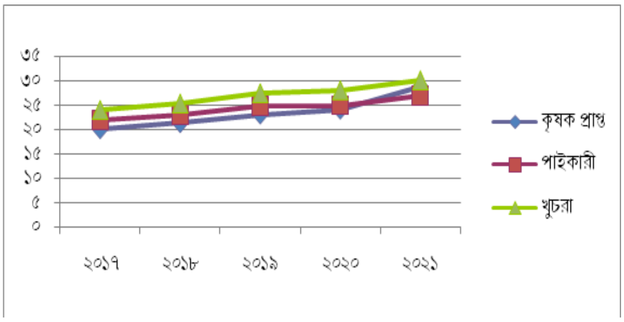


## ভুট্টা ফসলের তুলনামুলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১৫ | ১৭ | ১৮ | ১৮ | ২৬ |
| পাইকারী | ১৭ | ১৯ | ১৮ | ১৯ | ২২ |
| খুচরা | ২০ | ২২ | ২১ | ২৩ | ২৫ |

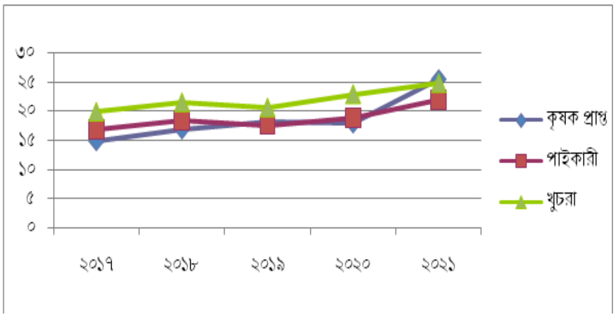

মসুর ডাল ফসলের তুলনামুলক গড় বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ৫৯ | ৫৬ | ৬৯ | ৭১ | ৬৯ |
| পাইকারী | ১০৫ | ৮৩ | ৯০ | ১০৭ | ১০৪ |
| খুচরা | ১২১ | ৯২ | ১০০ | ১১৪ | ১১০ |

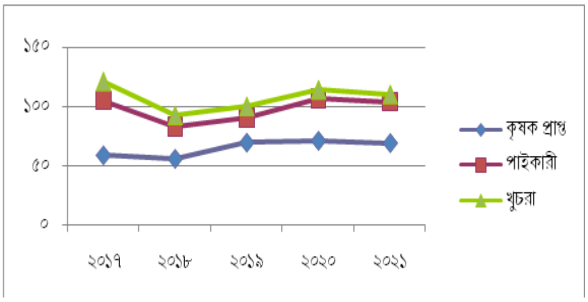


তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর
(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৪১০৯ | ৩৩৯৫ | ৬৬১০ | ৪১১৮ | ৩৪৯৬ |
| রসুন | ৫৫৪৯ | ৩৮৬৯ | ১১১৮৯ | ৭০০০ | ৪১৬২ |
| আদা | ৭৩৪২ | ৭৯৮৩ | ১৩০০৩ | ৯০০৭ | ৬৫১৬ |
| শুকনা মরিচ | ১৩৩০০ | ১৪০৭৮ | ১৮৭১৩ | ১৯০৮২ | ১৬৯০০ |
| হলুদ | ১২৩৯৫ | ১১৮৯১ | ১১৩৬৭ | ১১২৪৭ | ১১০৫৪ |
| ধনিয়া | ৬৮৮৩ | ৭৬২৯ | ৮৩৯৮ | ৮৫৯২ | ৮২৬৪ |
| সরিষা (তেল বীজ) | ৪৮৬৮ | ৪৯৬৬ | ৪৮১০ | ৪৮৫০ | ৭১৬২ |

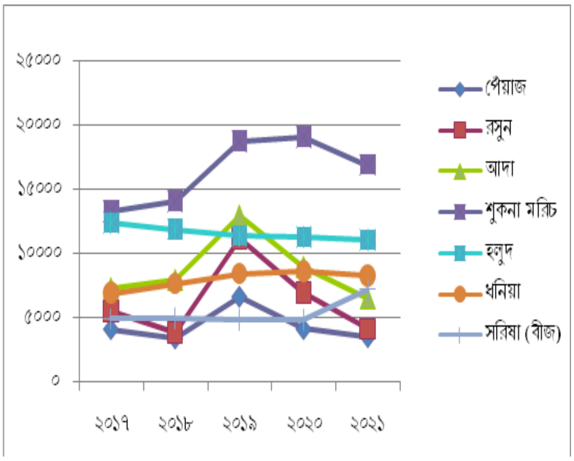


তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর
(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৩৫৩১ | ৩৬৭৭ | ৪৯৪৩ | ৫৮০০ | ৩৬৬৩ |
| রসুন | ৮৫৮০ | ৪৪৩৪ | ৯০০২ | ৯৭৭১ | ৬৪৯৫ |
| আদা | ৬৯৭৮ | ৮৬৫১ | ১২৬৬০ | ১৪৫৯০ | ৭৮০১ |
| শুকনা মরিচ | ১৪৬০১ | ১৫৪৪০ | ১৬৬৫৮ | ২০১৮৪ | ১৯৫৮৭ |
| হলুদ | ১৩৫৯৬ | ১২৯৫৮ | ১২৬৭৬ | ১২৪৯৬ | ১২৬১২ |
| ধনিয়া | ৮০১২ | ৮৮৪২ | ৯৩৯১ | ৯৫০৭ | ৯৩৬৫ |
| সরিষা (তেল বীজ) | ৪৯৩৬ | ৫২৩৩ | ৪৮৭৪ | ৫২৬৪ | ৬৫১০ |

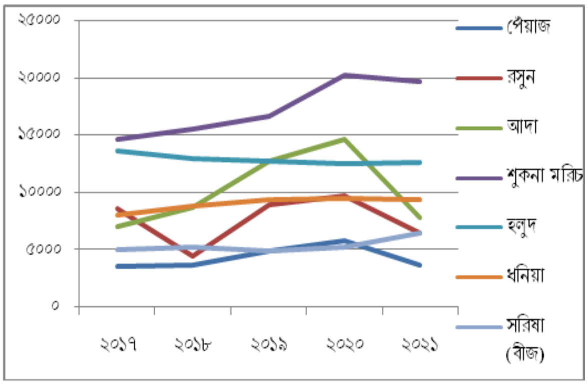

## তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৪০ | ৪৩ | ৫৬ | ৬৫ | ৪১ |
| রসুন | ১০৩ | ৫৫ | ১০৪ | ১১২ | ৭২ |
| আদা | ৮৮ | ১০২ | ১৪৫ | ১৪৯ | ৯০ |
| শুকনা মরিচ | ১৬৬ | ১৭২ | ১৮২ | ২২৫ | ২১৬ |
| হলুদ | ১৫০ | ১৪৭ | ১৩৯ | ১৩৯ | ১৪০ |
| ধনিয়া | ৯৬ | ১১০ | ১০৯ | ১১০ | ১০৮ |
| সরিষা(তৈল বীজ) | ৬০ | ৬২ | ৬০ | ৬২ | ৭৬ |

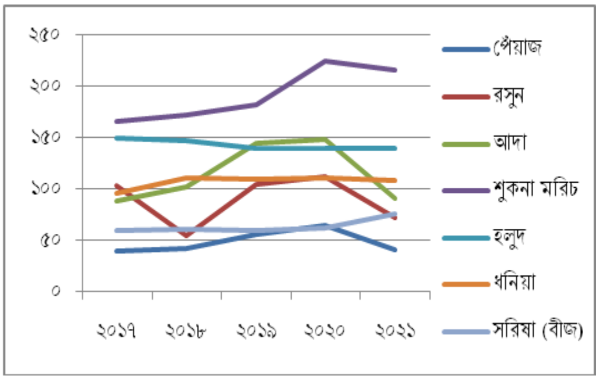


## প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ মুরগী মাঝারী | ২৯৭০১ | ৩১৭৮৯ | ৩৪১৭৬ | ৩৪৮৬২ | ৩৭২০৯ |
| মোরগ মুরগী ফার্ম | ১২৩১২ | ১১৭৫৫ | ১১১৬৮ | ১২১৪১ | ১৩৩৭৭ |
| রুই মাঝারি | ২২৫৪৯ | ২২১০৩ | ২৩৭১৫ | ২২৬৬৮ | ২৩৩১২ |
| কাতল মাঝারি | ২০৮৮১ | ২০৪২৯ | ২২০১৪ | ২১৩২৭ | ২১৫৪৩ |
| পাংগাস ছোট | ৯৭৬০ | ১০২৩৯ | ১০৭০২ | ১০২৬৪ | ১০৫৯০ |
| ইলিশ | ৫৩৫৪৪ | ৩০২৪৩ | ৪৮৯৩৮ | ৪৪২৮৮ | ৪৭৯৬৬ |

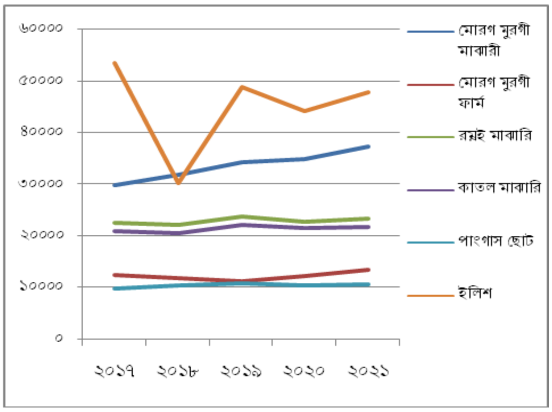


## প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ-মুরগী দেশী | ৩০৫৯২ | ৩২৩৪৮ | ৩৪৬৬১ | ৩৫২২১ | ৩৬৬৬৩ |
| মোরগ-মুরগী ফার্ম | ১২৫১২ | ১১৮৫৬ | ১১৮১৪ | ১১২১৩ | ১২৬৭৭ |
| গরুর মাংস | ২৬৮২১ | ৪১৮৮৪ | ৪৭৭৯৯ | ৫০২৮৮ | ৫২৩৮৯ |
| রুই মাঝারী | ২৯৪০৬ | ২৯৩৩৬ | ২৯৯৯১ | ২৮৬৬৪ | ২৭৯৪০ |
| কাতল মাঝারী | ২৭২৬২ | ২৭৮৪৭ | ২৯০৮৬ | ২৮২২৪ | ২৭৭৩৭ |
| পাংগাস ছোট | ৯২৩৭ | ৮৮৩১ | ৯৯১৯ | ৯৯৯১ | ৯৪৩৮ |
| ইলিশ | ৬৩৪৬০ | ৬০৪১০ | ৬৫৬৫৮ | ৬০৪১৩ | ৬৭৪২৬ |

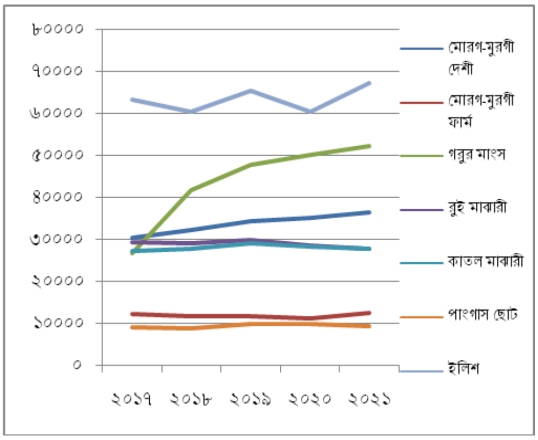

## প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ-মুরগী দেশী | ৩৩৩ | ৩৪৯ | ৩৭৪ | ৩৭৭ | ৪০৭ |
| মোরগ-মুরগী ফার্ম | ১৩৭ | ১৩১ | ১৩২ | ১২৫ | ১৩৭ |
| গরুর মাংস | ৪৬৭ | ৪৩০ | ৫০৯ | ৫৩৬ | ৫৫৩ |
| রুই মাঝারী | ৩২৭ | ৩২৫ | ৩৩৩ | ৩২০ | ৩০৫ |
| কাতল মাঝারী | ৩০৫ | ৩১২ | ২৫৫ | ৩৭৩ | ৩০৪ |
| পাংগাস ছোট | ১০৯ | ১০৪ | ১১৭ | ১১৭ | ১১১ |
| ইলিশ | ৭১৮ | ৭০৯ | ৭৬৫ | ৭০১ | ৭৮৮ |

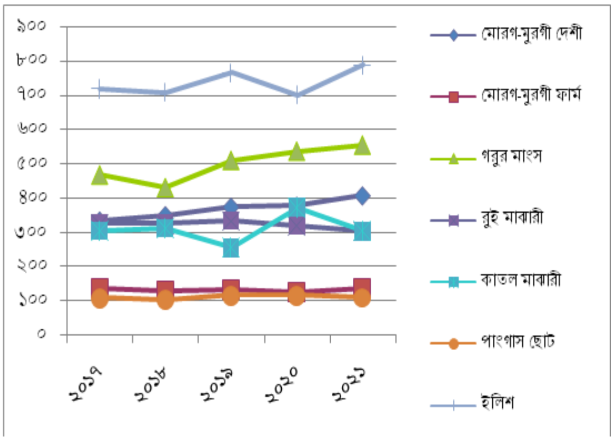


## আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১২ | ১৫ | ১৪ | ২২ | ১৪ |
| পাইকারী | ১৩ | ১৬ | ১৫ | ২৪ | ১৬ |
| খুচরা | ১৬ | ২০ | ১৯ | ২৮ | ১৯ |

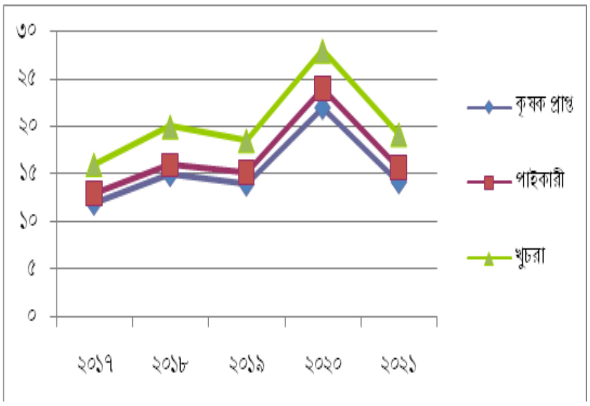


## বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২৮ | ২২ | ২৭ | ২৭ | ২৯ |
| পাইকারী | ৩৪ | ২৮ | ৩০ | ৩৪ | ৩০ |
| খুচরা | ৪১ | ৩৪ | ৩৮ | ৪০ | ৩৭ |

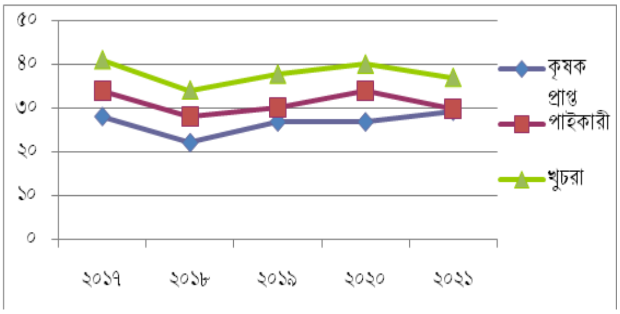

### টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১৮ | ১৯ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৮ |
| পাইকারী | ৩৪ | ৩৮ | ৪৪ | ৩৫ | ৩৯ |
| খুচরা | ৪১ | ৪৭ | ৫৪ | ৪৩ | ৪৯ |

### গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| তেঁতুল | ১১০ | ১১২ | ১১৬ | ১১৭ | ১৩১ |
| নারিকেল | ৩৫ | ৩৫ | ৩৭ | ৩৭ | ৫৬ |
| কামরাঙ্গা | ৩৩ | ৩১ | ৩৪ | ৩৫ | ৪৯ |
| মধু | ৫০৭ | ৫৪০ | ৫৬৯ | ৫৭২ | ৭১৬ |

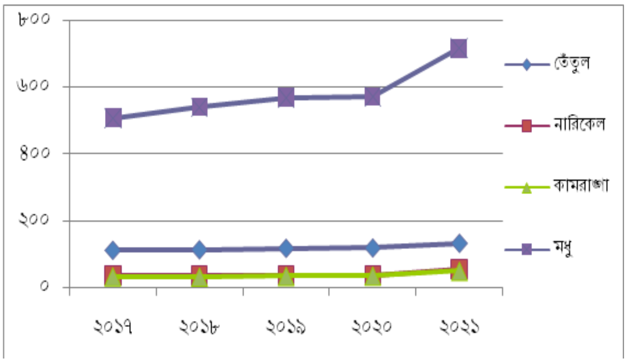


### গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| আমলকি | ১২৯ | ১৪৯ | ১৫৫ | ১৫৪ | ১২৩ |
| হরতকি | ৬৫ | ৮১ | ৮৪ | ৮৪ | ৬৪ |
| ইসবগুলের ভুষি | ৬৪৫ | ৬৭৮ | ৬৭৯ | ৬৮০ | ৬৬৭ |
| তুলশী | ৬২ | ৬৬ | ৬৮ | ৬৭ | ৯৭ |
| জলপাই | ৮৪ | ১২৯ | ১২৪ | ১২৪ | ৬২ |

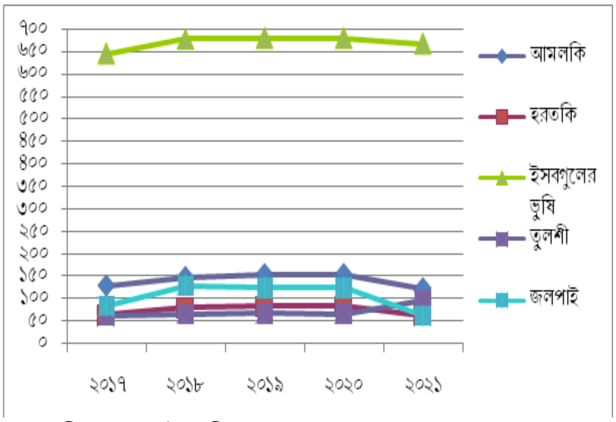


### আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর
(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| আম ল্যাংড়া | ৫৭৪১ | ৫২৯৯ | ৬৮৩৯ | ৫১৬২ | ৪৯৪৮ |
| কলা চাঁপা | ২১৬ | ২৪২ | ২৩৫ | ২৩৫ | ২৬১ |
| কলা সবরি | ৩৬০ | ৩৮০ | ৪০৯ | ৪০৮ | ৪৪১ |
| কলা সাগর | ৩০৫ | ৩১৮ | ৩৩০ | ৩৩৪ | ৩৬১ |
| পেয়ারা | ৫০৮২ | ৫৯১০ | ৫০০৬ | ৪৯০৭ | ৫১৪০ |

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর
(টাকা/কেজি/৪টি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| আম ল্যাংড়া | ৭৪ | ৬৯ | ৮১ | ৮০ | ৬৫ |
| কলা চাঁপা | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৬ | ১৭ |
| কলা সবরি | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৬ | ৩১ |
| কলা সাগর | ২০ | ২০ | ২১ | ২১ | ২৩ |
| পেয়ারা | ৭১ | ৭৮ | ৭৪ | ৭৫ | ৬৮ |

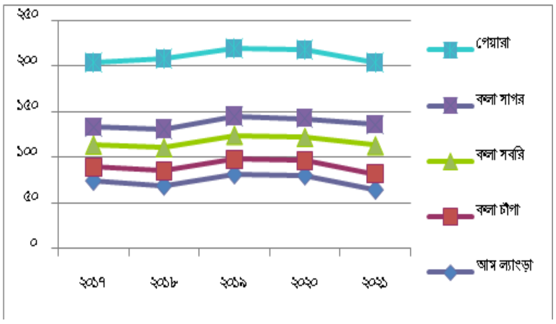


## বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২১-২০২২

| উপকরণের বিবরণ | ব্যয়/টাকা |
|---|---|
| বীজ | ৮০০ |
| সার | ৫৬৮৫ |
| বালাই ব্যবস্থাপনা | ২২০০ |
| শ্রমের মজুরী | ২৫০০০ |
| জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৬০০০ |
| সেচ | ৮০০০ |
| মাড়াই | ৫০০০ |
| মুলধনের সুদ | ১২১৯ |
| জমির ভাড়া/লিজ | ৮০০০ |
| মোট উৎপাদন ব্যয় | ৭০৯০৪ |
| উৎপাদনঃ | |
| ধান | ২৫০০ |
| খড় | ৪৬০০ |
| নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৬৬৩০৪ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৬.৫২ |

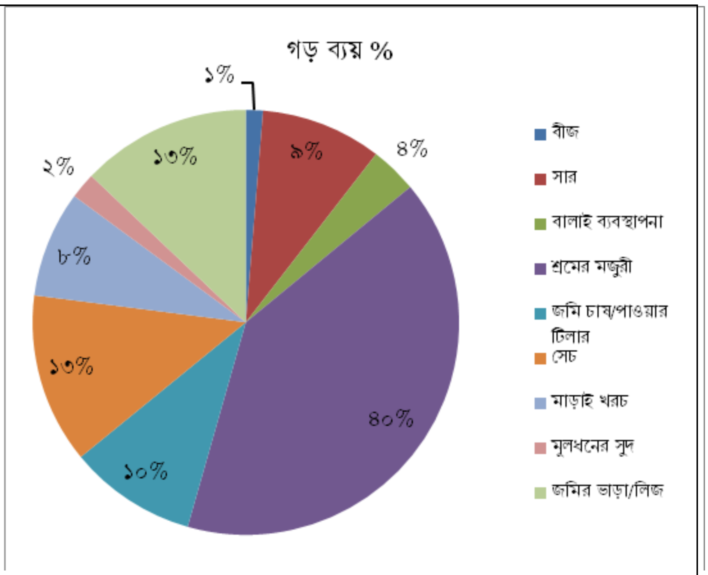


## আমন ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২১-২০২২

| উপকরণের বিবরণ | ব্যয়/টাকা |
|---|---|
| বীজ | ৭৬৮ |
| সার | ৫২৯৪ |
| বালাই ব্যবস্থাপনা | ১৫৭০ |
| শ্রমের মজুরী | ১৫২০০ |
| জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৪৫০০ |
| সেচ | ১৫০০ |
| মাড়াই | ৩০০০ |
| মুলধনের সুদ | ৮১১ |
| জমির ভাড়া/লিজ | ৭৫০০ |
| মোট উৎপাদন ব্যয় | ৪৫৫৩২ |
| উৎপাদনঃ | |
| ধান | ১৬৫০ |
| খড় | ৩০০০ |
| নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৪২৫৩২ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৫.৭৮ |

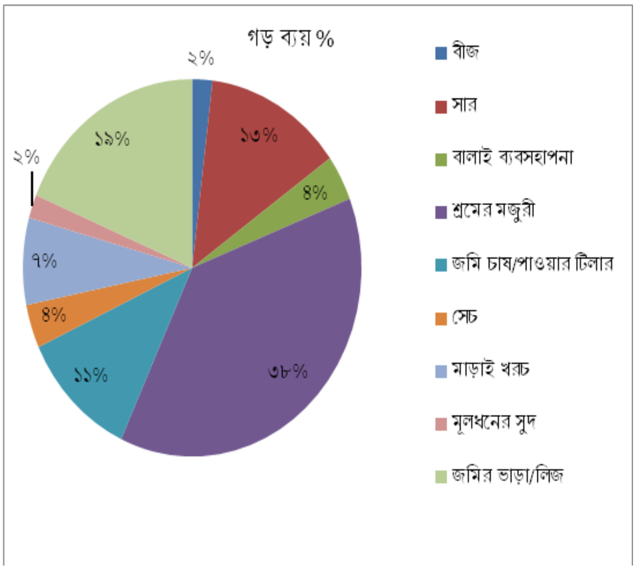

## গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২০-২০২১

| উপকরণের বিবরণ | ব্যয়/টাকায় |
|---|---|
| বীজ | ২৭৫০ |
| সার | ৪২১০ |
| বালাই ব্যবসহাপনা | ১০০০ |
| শ্রমের মজুরী | ১৭৫০০ |
| জমি চাষ | ৪৫০০ |
| সেচ | ২৫০০ |
| মাড়াই খরচ | ৪০০০ |
| মূলধনের সুদ | ৮৩৯ |
| জমির ভাড়া/লিজ | ৮০০০ |
| মোট উৎপাদন ব্যয় | ৪৫২৯৯ |
| উৎপাদনঃ | |
| গম | ১৫০০ |
| খড় | ২৮০০ |
| নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৪২৪৯৯ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৬.৯৩ |

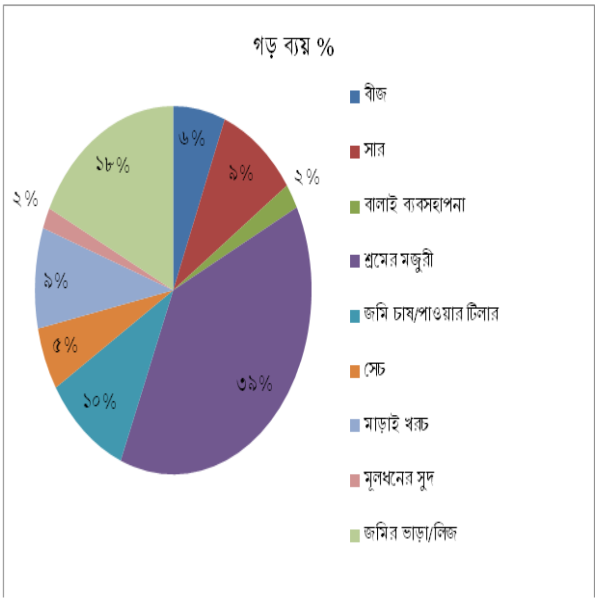


## আলু ফসলের উৎপাদন খরচ:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ১০.২৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৮৪,৬৭৯ টাকা এবং মোট আয় ১,৩০,৮৫০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪৬,১৭১ টাকা। একক প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৮,৪০৭ কেজি।

**সারণী: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আলুর উৎপাদন খরচ**

( টাকা/একর)

| উপকরনের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|
| জমি তৈরী | ৪,৩১৪ |
| সার বাবদ | ১২,৭৩৭ |
| বীজ বাবদ | ১৯,৬৯৬ |
| শ্রমিক বাবদ | ৩,৭৯৭ |
| সেচ | ৩,৫২৯ |
| কীট নাশক | ২৪,৭৮২ |
| জমি লিজ/ভাড়া | ৫১৮ |
| ঋণের সুদ | ১২,৮৩৯ |
| অন্যান্য খরচ | ২,৪৬৬ |
| **মোট উৎপাদন খরচ** | **৮৪,৬৭৯** |
| মোট উৎপাদন পরিমাণ (কেজি) | ৮,৪০৭.১৪ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ১০.২৭ |
| গড় বাজারদর | ১৬.২৫ |
| মোট আয় | ১৩০,৮৫০ |
| **নীট লাভ** | **৪৬,১৭১** |

**চিত্র : আলুর উৎপাদন খরচের শতকরা হার**

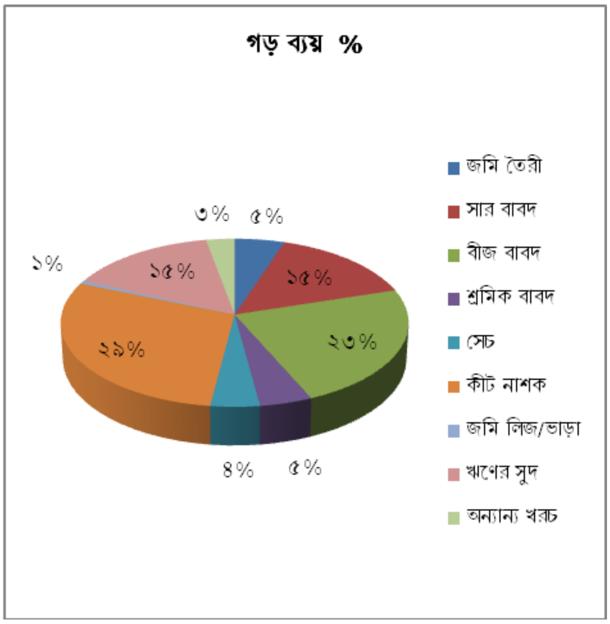

**টমেটো ফসলের উৎপাদন খরচ:**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে টমেটো উৎপাদন ব্যয় কেজিপ্রতি ৯.৩৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৯০,৮৯৪ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৩,৮৫৪ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ  ৮২,৯৬০ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০,৮২৩ কেজি।

**সারণী: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে টমেটোর উৎপাদন ব্যয়**

( টাকা/একর)

| উপকরনের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|
| জমি তৈরী | ৩,৫৩৮ |
| সার বাবদ | ১১,০৩০ |
| বীজ বাবদ | ৯,২০০ |
| শ্রমিক বাবদ | ৩৩,৩৪৬ |
| সেচ | ৪,৮০০ |
| কীট নাশক | ৫,৯০৮ |
| জমি লিজ/ভাড়া | ১৩,৭৬৯ |
| ঋণের সুদ | ২,৬৪৯ |
| অন্যান্য খরচ | ৬,৬৫৪ |
| **মোট উৎপাদন খরচ** | ৯০,৮৯৪ |
| মোট উৎপাদন পরিমাণ (কেজি) | ১০,৮২৩ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ৯.৩৭ |
| গড় বাজারদর | ১৭.৬৩ |
| মোট আয় | ১৭৩,৮৫৪ |
| **নীট লাভ** | ৮২,৯৬০ |

**চিত্র : টমেটোর উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা হার**

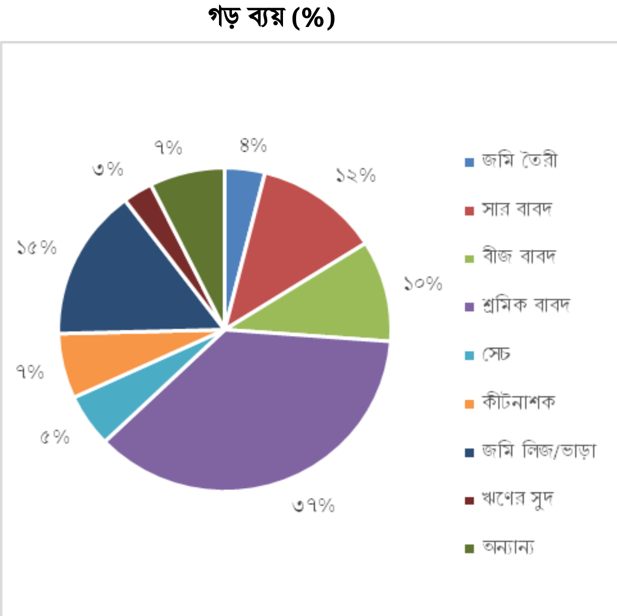


**বেগুন ফসলের উৎপাদন খরচ:**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেগুনের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.৯৫ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১,০৪,৩১৮ টাকা এবং মোট আয় ২,২৯,৩৮০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১,২৫,০৬২ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১২,০১৫ কেজি।

**সারণী: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেগুনের উৎপাদন ব্যয়**

(টাকা/একর)

| উপকরনের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|
| জমি তৈরী | ৩,৬৬৩ |
| সার বাবদ | ১১,৩৪৫ |
| বীজ বাবদ | ৫,৯৩৮ |
| শ্রমিক বাবদ | ৪৩,৩১৩ |
| সেচ | ৪,৪৮০ |
| কীট নাশক | ৯,৫৭৫ |
| জমি লিজ/ভাড়া | ১৫,৯২৫ |
| ঋণের সুদ | ৩,০৩৮ |
| অন্যান্য খরচ | ৭,৩৪২ |
| **মোট উৎপাদন খরচ** | ১০৪,৩১৮ |
| মোট উৎপাদন পরিমাণ (কেজি) | ১২,০১৫ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ৯.৯৫ |
| গড় বাজারদর | ১৯.৭১ |
| মোট আয় | ২২৯,৩৮০ |
| **নীট লাভ** | ১২৫,০৬২ |

**চিত্র : বেগুনের উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা হার**

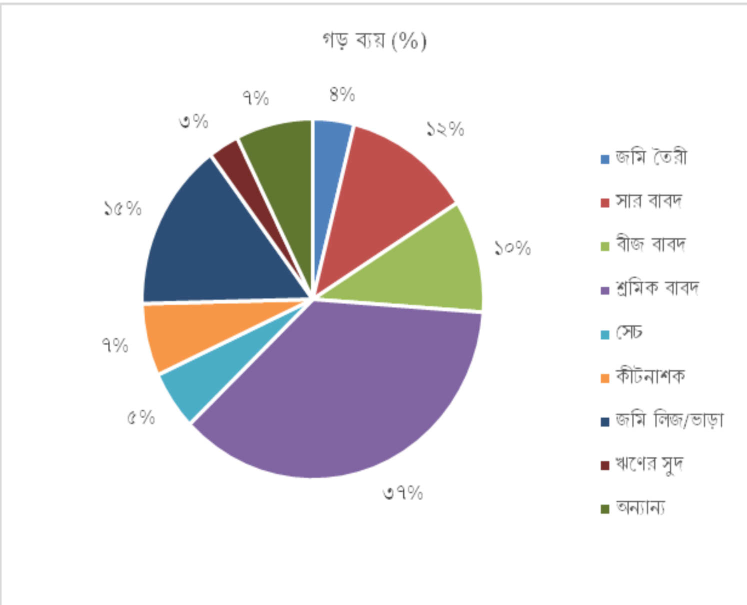

### হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য ২০২২ খ্রি.

| মোট হিমাগারের সংখ্যা | | | মোট উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন) | মোট ধারণক্ষমতা (মেঃটন) | | | ২০২২ সালে সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃটন) | | | ২০২১ সালে মোট সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃটন) | ধারণক্ষমতার কত ভাগ ব্যবহারকরা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চালু | বন্ধ | মোট | | চালু | বন্ধ | মোট | খাবার | বীজ | মোট | | |
| ৩৬৮ | ৩৬ | ৪০৪ | ১১০.২৪ | ২৯,৩৯,০০৭ | ১,৪৯,১৯১ | ৩০৮৮১৯৮ | ১৯৮২১২০ | ৭২৬৪৭৪ | ২৭০৮৫৯৪ | ২৬২৯৪৯৭ | ৯২.১৬% |

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪২টি জেলা হতে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সারাদেশে মোট৩৬৮টি হিমাগার চালু রয়েছে। চালু হিমাগারের ধারণক্ষমতা ২৯,৩৯,০০৭ মেঃটন। ২০২২ সালে (খাবার আলু=১৯,৮২,১২০, বীজ আলু=৭,২৬,৪৭৪মেঃটন) মোট=২৭,০৮,৫৯৪ মেঃটন যা চালু হিমাগারসমূহের মোট ধারণক্ষমতার প্রায় ৯২.১৬% ব্যবহার হয়েছে। গত (২০২১) বছরের তুলনায় চলতি (২০২২) বছরে ৭৯,০৯৭ মেঃটন বেশী আলু হিমাগারে সংরক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট আলু উৎপাদনের পরিমাণ ১১০.২৪ লক্ষ মেঃটন। ২০২২ সালে হিমাগারে সংরক্ষতি আলুর পরিমাণ ২৭.০৯ লক্ষ মেঃটন অর্থাৎ মোট উৎপাদনের ২৪.৫৭% আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আলু গৃহ পর্যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

# গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

**শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:**

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় (Distress Sale) রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান।
- গুদামে শস্য জমার ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা।
- গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

**বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনা:**

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে গত ০৫/১১/২০২০খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সমঝোতা স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্রে উল্লেখিত বিধানাবলী অনুযায়ী জমিসহ গুদামসমূহ এলজিইডির নিকট হতে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়ছে। উক্ত গুদামসমূহের জমি কৃষি বপিণন অধিদপ্তরের নামে নামজারীর কাজ চলমান রয়েছে। চলমান গুদামসমূহের মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৪১১৬ জন কৃষক পরিবারকে ৪,০০৩ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৪৮৯.৬৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত "গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী" অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গুদাম এলাকার ২ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম কমিটি এবং একটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লখ্যে যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক,কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগিতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম কমিটি সংশ্লিষ্ট গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

**অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০২১-২০২২ অর্থবছর:**

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৩,৯৮৯ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে ্৯০২ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৫০১.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে অঞ্চল অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

**২০২১-২০২২ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক:**

| অঞ্চলেরনাম | গুদাম সংখ্যা | কৃষক সংখ্যা (জন) | শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন) | ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা) | গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| শেরপুর | ১৭ | ৭৬৬ | ৬৯০ | ১২৩.৮ | ১.২৪ |
| মাগুরা | ১৬ | ৮৯৯ | ৯৫৬ | ৭৭.৯৪ | ০.৭৯ |
| বরিশাল | ১ | ১৬৪ | ৪৫ | ০.০০ | ০.০৩ |
| রংপুর | ৪৭ | ২১৬০ | ২২১১ | ২৯৯.৭৪ | ১৮.৪৬ |
| সর্বমোট | ৮১ | ৩৯৮৯ | ৩৯০২ | ৫০১.৪৮ | ২০.৫২ |

**অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্য):**

| অর্থবছর | সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (জন) | শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন) | ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ২০২১-২০২২ | ৩৯৮৯ | ৩৯০২ | ৫০১.৪৮ |
| ২০২০-২০২১ | ৪৫৯৬ | ৪৩৬০ | ৪১০.৪৮ |
| ২০১৯-২০২০ | ৩০২৫ | ৩০২৪ | ৩৮০.৬০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৪০১৯ | ৪২৮৭ | ৪৫৩.৭৮ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৪৩৮৮ | ৫০০৫ | ৭০২.১১ |
| সর্বমোট | ২০০১৭ | ২০৫৭৮ | ২৪৪৮.৪৫ |

**আপদকালীন সহায়তা ফান্ড গঠন:**

গুদাম কার্যক্রম সুষ্টুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত "শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড" নামে ২,৭৯,৭৭,০০০/-টাকার এফডিআর করা হয়েছে। এছাড়াও চলমান কার্যক্রম হিসেবে গুদাম হতে ৯,৪১,০৩৩/-টাকা আপদকালীন সহায়তা ফান্ড নামের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হয়েছে।

**ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার হাউজের জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০২২ মাস পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১,৯২৫টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে

২৬১টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

**ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো :**

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | ওয়ার হাউজের সংখ্যা | লাইসেন্স সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। | ঢাকা | ৩৬৬টি | ৭টি |
| ২। | খুলনা | ৬০৪টি | ১৯টি |
| ৩। | চট্টগ্রাম | ১৮৫টি | ৬৭টি |
| ৪। | রাজশাহী | ১৩২টি | ২৬টি |
| ৫। | রংপুর | ১৭১টি | ৫৫টি |
| ৬। | বরিশাল | ২২৬টি | ৭৭টি |
| ৭। | সিলেট | ১৬৫টি | নাই |
| ৮। | ময়মনসিংহ | ৭৬টি | ১০টি |
| মোট | | ১৯২৫টি | ২৬১টি |

# প্রশাসন শাখা

**প্রশাসন:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-এর কার্যালয় ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরির খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রার লিপিবদ্ধ করা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও  প্রেরণ অন্যতম।

**প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৪ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ১০ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৬ জন কর্মকর্তা ও ২১ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মকর্তা ও ১৪ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর এবং ১২ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

**নিয়োগ ও পদোন্নতি:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০১৫ সালে পুনর্গঠন হওয়ায় ৪০৯টি নতুন পদ সৃজিত হয়। এছাড়াও বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শূন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ৪৫৪ টি পদ শূন্য রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তৃতীয় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ১৪ জন কর্মচারীকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ক্যাডার নিয়োগ বিধি হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্যাডার নিয়োগ বিধির উক্ত হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দ্রুত শূন্য পদে পদোন্নতি/নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

**মামলা:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়নি। তবে ইতোপূর্বে দায়ের হওয়া হাইকোর্টে রীট মামলা ০৩টি ও নিম্ন আদালতে সার্টিফিকেট মামলা ০১টি এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোট ০২টি মামলা চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও ১টি মামলা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে চলমান আছে।

**সাজ-পোষাক:**

অধিদপ্তরের ২০তম গ্রেডের মোট ১১ জন এবং ১৬তম গ্রেডের ০৩ জন গাড়ী চালককে ২০২১-২২ অর্থ বছরে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

**সেন্ট্রাল ডেসপাচ:**

অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরে সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৫,৪৩৯টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং হার্ড ফাইলে ও ই-নথির মাধ্যমে ৪,১৯২টি পত্র ও প্রতিবেদনে ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

**লাইব্রেরী:**

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৯৭২টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

**অবকাঠামো:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৬টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিসগুলোর মধ্যে ১১টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৩টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ১৮টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এ ছাড়াও নিজস্ব ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

**স্থাবর সম্পত্তি:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও এমওইউ-এর মাধ্যমে এবং অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট প্রায় ২০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর।

**যানবাহন:**

এ অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৮টি যানবাহন রয়েছে। টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন দাপ্তরিক কাজে এবং সেন্ট্রাল মার্কেটের যানবাহন মার্কেটের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। যানবাহনের বিবরণঃ

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৭টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।

**আইসিটি সরঞ্জামাদি:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ১২৯টি সিপিউ, ১২৯টি মনিটর, ১২৯টি-কী বোর্ড, ১২৯টি মাউস, ২১টি-ল্যাপটপ, ৬৫টি ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৫টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৪৩টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামাদির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট **www.dam.gov.bd**-পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

**প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে বুকলেট-৪,১০০টি, লিফলেট-১,৩৭,৫০০টি, অধিদপ্তরের মিশন ও ভিশন এবং অন্যান্য বিষয়ে ৬৭,৫০০টি ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাগণের মাঝে মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন মেলায় আগত দর্শণার্থীগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০ কপি মুদ্রণ করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সব্জি মেলা ও আইসিটি মেলাসহ ৫৯টি মেলা, উন্নয়ন মেলা ও বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

**অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড.এম.এ সাত্তার মন্ডল-এঁর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির

সরকারি আদেশ জারী করে। এতদব্যতীত ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৭ সংখ্যক স্মারকে ১ম শ্রেণির ০২টি ক্যাডার ও ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৬ সংখ্যক স্মারকে তৃতীয় শ্রেণির ০৬টি এবং ০৪/১১/২০১৯ তারিখের ৪৫৭ সংখ্যক স্মারকে চতুর্থ শ্রেণির ০১টি পদ সৃজন করা হয়।

**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযর্ক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে উল্লখে করা হলোঃ

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবী | বিষয় | ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার<br>উপ-পরিচালক (আরইটিসি) | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি | ফোনঃ ৫৫০২৮৩৯১, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ chakladerbau@gmail.com |
| ২. | জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার<br>উপ-পরিচালক (আরইটিসি) | সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৩৯১, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ chakladerbau@gmail.com |
| ৩. | বেগম শাহনাজ বেগম নীনা<br>উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) | ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৬৯৭, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ neenashahnaz@gmail.com |
| ৪. | বেগম শাহনাজ বেগম নীনা<br>উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) | মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৬৯৭, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ neenashahnaz@gmail.com |
| ৫. | জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন<br>উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) | শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com |
| ৬. | জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন<br>উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) | আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com |
| ৭. | আব্দুল মান্নান<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | কল্যাণ কর্মকর্তা | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ ammasumaiscu@gmail.com |
| ৮. | জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান<br>সহকারী পরিচালক | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮, ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com |

# হিসাব শাখা

**হিসাব সংক্রান্ত:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

**আর্থিক বাজেট ২০২১-২২ অর্থ বছর:** টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাবঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

| মূল বাজেট বরাদ্দ | সংশোধিত বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | সমর্পণ |
|---|---|---|---|
| ৩৬,৮৪,০০ | ৩৮,১৪,৭৯ | ৩৫,৫৬,০৮ | ২,৫৮,৭১ |

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি):**

**(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রমিক | বিবরণ | ২০২১-২২ | |
|---|---|---|---|
| | | বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
| ০১ | অনুন্নয়ন | ৩৬৮৪.০০ | ৩৮১৪.৭৯ |
| ০২ | উন্নয়ন | | |
| ০৩ | কর্মসূচি | | |
| | সর্বমোটঃ | | |

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট:**

**(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রঃ নং | কোড নং | বিবরণ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|
| **(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়** | | | | |
| ০১ | ৩১০০ | নগদ মঞ্জুরী ও বেতন | ২৩,৯৯.০৬ | ২৫,৫৮.৬৮ |
| ০২ | ৩২০০ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার | ১১,৭৭.২৩ | ১১,৪৭.৫৬ |
| ০৩ | ৪১০০ | অ-আর্থিক সম্পদ | ১,০৭.৭১ | ১,০৮.৫৫ |
| **মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)** | | | **৩৬,৮৪.০০** | **৩৮,১৪.৭৯** |

# প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

**২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলী:**

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনহাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি -বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সমন্বয় করা;
- বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা;
- বাংলাদেশ বেতারের কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমে অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ত্রৈমাসিক বিপণন সাময়িকী “কৃষি বিপণন বার্তা” প্রকাশ; এবং
- অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক কাজের সমন্বয় করা।

**সমন্বয় সভার আয়োজন:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মাসিক এ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অভ্যন্তরীণ

কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে-

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমুহের ১১টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য পুস্তিকারে প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ২৪৭টি এবং ই-ফাইলে ৫৩টি পত্র জারী করা হয়েছে।

**দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:**

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্বশর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে অফিস ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন, নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, ই-ফাইলিং, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, ডিপিপি প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারি চাকরি আইন- ২০১৮, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯, উত্তমা কৃষি চর্চা নীতিমালা (জিএপি), গ্লোবাল জিএপি, খসড়া কৃষি বিপণন নীতিমালা-২০২২, কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ ইতাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত ৭০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১২০ ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

# আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

আমাদের দেশের কৃষকগণ বিপণন বিষয়টিকে অন্যতম একটি সমস্যা মনে করে। তারা এ সমস্যাকে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিপণ্য ও উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব ও কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর বিপরীতে তারা সম্ভাব্য কোনো সমাধান পায় না। সফল বিপণন ব্যবস্থার জন্য নিত্য নতুন দক্ষতা, টেকনিক এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জনবল, প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকা ইত্যাদির কারণে আশানুরূপ ও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছেনা। তথাপি করোনা মহামারির সময়েও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্মস্থলের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় তন্মধ্যে ১০টিতে জনবলসহ কার্যক্রম চালু রয়েছে। যথাঃ

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর):

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী'র (সিপিডি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ডাল-কলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন;
- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রশস্ত খোলা জায়গা ও একটি ব্যালকনি আছে;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

**১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা :**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১১০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন' ও 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ

কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম:**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'মৌসুমী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক' ও 'বাজার সংযোগ সৃষ্টি বিষয়ক' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বাজার সংযোগ সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মৌসুমী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণনওউদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৩. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী:**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন বিষয়ক’, ‘সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন’ ও ‘কৃষি বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

‘কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

রাজশাহীতে ‘কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্যরা

**৪. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর :**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ভ্যালু চেইন’, প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (গ্রেডিং, সর্টিং ও প্যাকেজিং), বাজার সংযোগ, ‘উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন এবং বিপণন কৌশল’ ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ভ্যালু চেইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (সাতক্ষীরা)

প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (গ্রেডিং, সর্টিং ও প্যাকেজিং)  ও বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**<u>আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী):</u>**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে খুলনায় অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

- চারতলা বিশিষ্ট অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের;
- ভবনটির প্রথম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং রুম এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন এর সংস্থান রয়েছে;
- প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

**৫. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)**

**৪. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল', 'সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক কলাকৌশল' ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও বিপণন ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন' ও 'কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন উন্নয়ন' এবং 'কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

'আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্যরা

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুরে 'আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৭. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার প্রসার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রম এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি' এবং 'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উপায় এবং বিপণন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লায়' কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ প্রশিক্ষণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৮. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও ভ্যালু চেইন' ও 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও-এর বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী কর্তৃক কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও ভ্যালুচেইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নরসিংদী প্রসেসিং সেন্টারে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**<u>আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (পঞ্চগড় ও মাগুরা):</u>**

-'শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম' (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রূপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে কারিগরি ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ১টি ও ১৯৯১-৯২ সালে মাগুরা জেলায় ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন এবং ভবনটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- প্রায় ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন পঞ্চগড় কেন্দ্রটিতে আর মাগুরা কেন্দ্রটিতে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরি আছে এবং এতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা আছে।

**৯.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়:**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড় কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৭০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক' ও শস্য জমা ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক' কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগড়

কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ

**১০.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা :**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ' এবং 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাগুরাতে সংগ্রহত্তোর অপচয় বিষয়ক হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মাগুরায় কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**১১.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা (অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার):**

- মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবনটি ২০ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে।
- প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবনের নিচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরি;

- চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম আছে;
- এক পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

**ঙ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ

করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

# বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা

**বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাজারকারবারীদের জন্য কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর তপসিলভুক্ত কৃষিপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মার্কেট চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে মার্কেট চার্জ বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স-এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮-এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচির আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি মুদ্রণালয় হতে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

**কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১:**

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, 1959 এবং The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ''কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

**প্রজ্ঞাপিত বাজার:**

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫ নং ধারায় দেশের যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষনা করার বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ৯৭৭টি বাজার প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও হাট বাজারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত নন ট্রাক্স রেভিনিউ আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক অধিকসংখ্যক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স-এর আওতাভূক্তকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

**বাজারকারবারীগণের লাইসেন্স সংখ্যা:**
দেশে বিদ্যমান ৯৭৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে মোট বাজারকারবারীগণের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার।

**রাজস্ব আদায়:**

বিদ্যমান আইনের আওতায় কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

**টেবিল-১:কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের শ্রেণি ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান:**

| ক্রমিক নং | ব্যবসার শ্রেণি | নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা) | নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা) | ভ্যাট (প্রযোজ্য হারে) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | হিমাগার | ১৫০০/- | ৮০০/- | |
| ২ | চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৩ | কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৪ | বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৫ | কুলচেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা ব্রোকার | ১০০০/- | ৫০০/- | |
| ৬ | বেপারী, ফড়িয়া | ৩০০/- | ২০০/- | |
| ৭ | ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী | ১০০/- | ৫০/- | |

**টেবিল-২: রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ: (লক্ষ টাকায়)**

| বিভাগ | অর্থ বছর | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ |
| ঢাকা | ৫৩.২১ | ৫০.৩৮ | ৬০.৯৬ | ৬৩.৮৭ |
| চট্টগ্রাম | ৩৬.১৬ | ৩১.৫৭ | ৩৪.৯৫ | ৪৩.৯৫ |
| সিলেট | ৭.৯৬ | ৭.১৫ | ৯.১২ | ৯.০৯ |
| রাজশাহী | ২১.৭৩ | ২২.৪৬ | ২৮.১৬ | ৩৪.০২ |
| রংপুর | ৮.৯৯ | ৮.১৬ | ১০.৭৫ | ১২.০৩ |
| খুলনা | ২৪.৮১ | ১৯.৯৩ | ২৬.২৪ | ৩২.৭৩ |
| বরিশাল | ১৪.১১ | ১৪.৬৩ | ১৬.৩৫ | ১৪.৮৭ |
| ময়মনসিংহ | - | - | - | ১২.৮১ |
| মোট | ১৬৬.৯৭ | ১৫৪.২৮ | ১৮৬.৪৮ | ২২৩.৩৭ |

**২০১৮-১৯ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিভাগ ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের লেখচিত্র:**

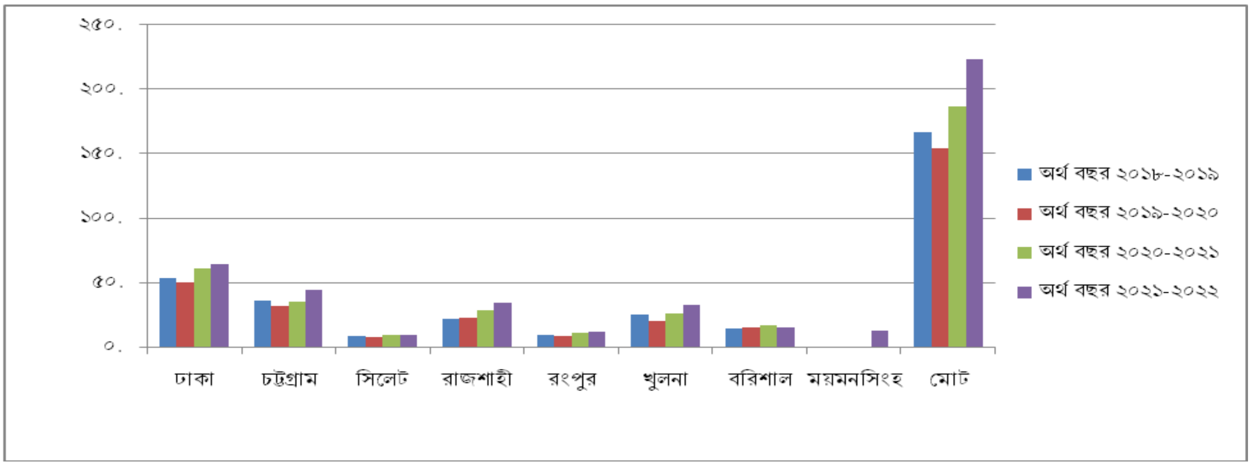

# কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা

**কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রিক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

**পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা ও সেন্ট্রাল মার্কেট):**

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন **"কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের''** আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি, যেমন-দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। **''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ''** প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্যের ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লিখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

**সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়তন ও অবস্থান:**

সেন্ট্রাল মার্কেটটি সর্বমোট ১.৪২ একর জমির উপর নির্মিত। বাস্তবে মার্কেট স্থাপনার আওতায় ১.০০ একর জমি এবং অবশিষ্ট ০.৪১ একর জমি পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও পুকুর হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। বর্ণিত সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীর তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি ঢাকা আরিচা মহাসড়ক হতে গাবতলী বেড়িবাঁধ ধরে প্রায় ১/২ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। বেড়িবাঁধ হতে মার্কেটের সাথে পাকা সংযোগ সড়ক রয়েছে।

**বিদ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা:**

| ক্রমিক নং | অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০১ | জমির পরিমান | ১.৪১ একর |
| ০২ | ওয়াশিং এরিয়া | ২২০ বর্গফুট |
| ০৩ | অকশন এরিয়া | ৯১৭ বর্গফুট |
| ০৪ | সর্টিং, গ্রেডিং এবং ড্রাইং এরিয়া | ৫০০ বর্গফুট |
| ০৫ | ড্রাই ষ্টোরেজ | ১,২৫২ বর্গফুট |
| ০৬ | প্রিকুলিং এরিয়া | ৩০৫ বর্গফুট |
| ০৭ | কুলিং এরিয়া | ৬৯০ বর্গফুট |
| ০৮ | গোডাউন | ৩৬৪ বর্গফুট |

| ক্রমিক নং | অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ০৯ | আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার | ৫০ বর্গফুট |
| ১০ | টয়লেট এরিয়া | ৭১৬ বর্গফুট |
| ১১ | মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি অফিস | ৫৪৫ বর্গফুট |
| ১২ | ট্রেনিং সেন্টার | ১,৬৩৫ বর্গফুট |
| ১৩ | ভেজিটেবলস সেলস এরিয়া | ৫,৪৬৫ বর্গফুট |
| ১৪ | উইমেন্স কর্ণার | ৫৪০ বর্গফুট |
| ১৫ | ফ্রুট এন্ড স্পাইসেস সেলস এরিয়া | ৩,১৭০ বর্গফুট |
| ১৬ | স্পেসালাইজড এরিয়া ফর ভ্যালু এডিশন | ২,৩৪৮ বর্গফুট |
| ১৭ | লোডিং-আনলোডিং এরিয়া | ৭,২৬২ বর্গফুট |
| ১৮ | পার্কিং এরিয়া | ৩,৮০০ বর্গফুট |
| ১৯ | ইন্টারনাল ড্রেইন | ৪১০ বর্গফুট |
| ২০ | ইন্টারনাল রোড | ১৭,৫০০ বর্গফুট |
| ২১ | গ্যারেজ | ২৮১ বর্গফুট |
| ২২ | গার্ডসেড | ১২২ বর্গফুট |
| ২৩ | ডাস্টবিন | ২১৫ বর্গফুট |
| ২৪ | সাব-স্টেশন (যন্ত্রপাতিসহ) | ৭১০ বর্গফুট |

**বিদ্যমান লজিস্টিক সুবিধা:**

- **পরিবহণ সুবিধাঃ** কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৬টি রিফারভ্যান (কুলিং সুবিধাসহ) ও ০৫ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ট্রাক রয়েছে। এগুলো পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাড়ার হার নির্ধারণ আছে।
- **কুল চেম্বার সুবিধাঃ** কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য ২০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কুল চেম্বার রয়েছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **পাইকারী প্রসেসিং সুবিধাঃ** হিমাগারটির সাথে সবজি ও ফল প্রমিতকরণ, প্যাকেজিং সুবিধাসহ সকল ধরণের কর্তনোত্তর সেবা (Post Harvest Management) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার চেইনের ভিত্তি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও কৃষিপণ্য রপ্তানীতে কার্যকর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার (Post Harvest Management) সকল সুবিধা একই স্থান হতে (One Stop Service) প্রদান নিশ্চিত করা।

**সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়-ব্যয়:**

সেন্ট্রাল মার্কেট হতে পরিচালিত আয় হতে অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি-এর নামে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের বিষয়টি তদারকি করে থাকেন।

**বাজারের অবস্থান ও ধরণ:**

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

## বাজারের অবস্থান ও ধরণ

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বাজারের সংখ্যা | | | | বাজারের ক্যাটেগরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রোয়ার্স | পাইকারী | সেন্ট্রাল মার্কেট | মোট | |
| ১ | শেরপুর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ২ | বরিশাল | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৩ | যশোর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৪ | হবিগঞ্জ | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৫ | দিনাজপুর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৬ | নোয়াখালী | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৭ | ঢাকা | - | - | ০১টি | ০১টি | এনসিডিপি বাজার |
| ৮ | রাজশাহী | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ৯ | রংপুর | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১০ | বগুড়া | ০৩টি | ০১টি | - | ০৪টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১১ | দিনাজপুর | ০৮টি | ০১টি | - | ০৯টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১২ | পাবনা | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৩ | সিরাজগঞ্জ | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপিবাজার |
| ১৪ | পঞ্চগড় | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৫ | নীলাফামারী | ০৪টি | ০১টি | - | ০৫টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৬ | নওগাঁ | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৭ | লালমনিরহাট | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৮ | নাটোর | ০৪টি | ০১টি | - | ০৫টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৯ | ঠাকুরগাঁও | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২১ | গাইবান্ধা | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২২ | কুড়িগ্রাম | ০১টি | - | - | ০১টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২৩ | জয়পুরহাট | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| **সর্বমোট** | | **৬০টি** | **২১টি** | **০১টি** | **৮২টি** | |

**বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি:**

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৮টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৯টি স্পেস এফএমজিভূক্ত কৃষক, ৬২৪টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান, মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা:**

| বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা | পাবা বাজার | এনসিডিপি বাজার |
|---|---|---|
| ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম | ০৬টি | - |
| ৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার | - | ০৭টি |

| বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা | পাবা বাজার | এনসিডিপি বাজার |
|---|---|---|
| দোকান/স্টল | ১৪৪টি | - |
| ওপেন স্পেস (সাধারণ) | - | ৬২০টি |
| ওপেন স্পেস (এফএমজি) | - | ৭২৮টি |
| মহিলা কর্ণার | - | ২৯৫টি |
| শেড | ১৮টি | - |
| কসাই খানা | ০৬টি | - |
| অফিস/ট্রেনিং রুম | ০৬টি | ৭৫টি |

**বাজার পরিচালনা পদ্ধতি:**

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

**বাজারের আয়-ব্যয়:**

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব-এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব-এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব:** **(লক্ষ টাকায়)**

| বাজারের ক্যাটাগরি | বাজারের সংখ্যা | শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত আয়-ব্যয় (টাকা) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট আয় | সরকারি কোষাগারে জমা | বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির একাউন্টে জমা | মোট ব্যয় |
| পাবা বাজার | ৬টি | ২১৪.০৭লক্ষ (প্রায়) | ১৯৪.৮৭ লক্ষ (প্রায়) | ১৯.২০৩ লক্ষ (প্রায়) | ৩.১০১ লক্ষ (প্রায়) |
| এনসিডিপি বাজার | ৭৫টি | ২৩০.৫৪ লক্ষ (প্রায়) | ১১৫.৪০লক্ষ (প্রায়) | ১১৫.১৩লক্ষ (প্রায়) | ৩২.৪৫লক্ষ (প্রায়) |
| মোট | ৮১টি | ৪৪৪.৬২ লক্ষ (প্রায়) | ৩১০.২৭ লক্ষ (প্রায়) | ১৩৪.৩৪ লক্ষ (প্রায়) | ৩৫.৫৫ লক্ষ (প্রায়) |

# আইসিটি সেল

**আইসিটি শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) প্রতি কর্মদিবসে ৩০টি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের খুচরা বাজারদর এবং প্রতিদিনের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার স্ক্রল আকারে প্রচারিত হচ্ছে।
- অনলাইন গ্রুপ-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত কারিগরী সমস্যা ও অন্যান্য শাখা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টাল, বাজারদর সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, কৃষি ব্যবসার অনলাইন প্লাটফর্ম এবং মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক বিপণন কার্যক্রম চালুকরণ এবং এ সব কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বহুল প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর লিংকে প্রবেশ করে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীর জন্য সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যভিত্তিক মুল্য প্রতিবদেন যেমনঃ পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, তুলনামূলক বিবরণী, উপজেলাভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন ও বৃহত্তর জেলাসমূহের সদর বাজারের খুচরা মূল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।
- Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture (MOA) কার্যক্রম এর আওতায় লাইসেন্স, ওয়ারহাউজ, বাজার অবকাঠামো, বাজার সংযোগসহ নানাবিধ কার্মকান্ডের অটোমেশন ব্যবস্থা চালু চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- অনলাইনভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা।
- অন্য দেশ হতে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেব অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ওয়েবভিত্তিক সাধারণ প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।
- সকল সরকারি সেবা যেকোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহের ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- অধিদপ্তরের নাগরিক সেবার হালনাগাদকৃত তথ্য সারণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি (ইজিপি) চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।
- গুরুত্বপূর্ণ সকল অনলাইন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
- আইসিটি বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অধিদপ্তরের সফটওয়্যার নির্মাণে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার (National e-Governance Architecture) ও e-Governance Interoperability Framework) অনুসরণ।
- জন সম্মুখে প্রকাশযোগ্য তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য Open Government Data পোর্টালে উন্মুক্তকরণ ও অন্য দপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সদর দপ্তর ও বিভাগীয় কার্যালয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর/হাজিরা চালুকরণ।
- ই-নথি ও ওয়েবপোর্টাল বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ই-এগ্রিকালচার মার্কেটিং বিষয়ক ভিশন, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিখাতকে (ফসল উপখাত) এগিয়ে নিতে/গড়ে তুলতে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- কৃষি বিপণন সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে সমন্বিত a2i ek pay Payment Gateway ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নে ইনোভেশন টীমকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইসিটি সেলের পক্ষ থেকে সকল ধরনের কারিগরী সহায়তা প্রদান।

# কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

**কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরীর উদ্দেশ্য:**
কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে কৃষক, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে একটিমাত্র প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

**এ ছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল:**

- কৃষকের সাথে পাইকারী, আড়ৎদার, রপ্তানীকারক, সুপারশপ; পাইকারী বিক্রেতার সাথে খুচরা বিক্রেতা এবং খুচরা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সাথে ভোক্তার বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা এবং দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
- উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায় মধ্যস্থকারবারির ভুমিকা হ্রাস করা।

**কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্মের বাজারের ধরণ:**

| | কৃষকের বাজার | পাইকারী বাজার | খুচরা বাজার |
|---|---|---|---|
| **বিক্রেতা** | বৃহৎ কৃষক, কৃষক বিপণন দল, বিভিন্ন এনজিও ও প্রকল্পভূক্ত কৃষক | মধ্যম কৃষক, কৃষক বিপণন দল, বিভিন্ন এনজিও ও প্রকল্পভূক্ত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকারী ক্রেতা, আড়ৎদার) | ক্ষুদ্র কৃষক, খুচরা বিক্রেতা, অনলাইন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা |
| **ক্রেতা** | কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকারী ক্রেতা, আড়ৎদার) রপ্তানীকারক, সুপারশপ ও অন্যান্য | খুচরা ব্যবসায়ী, সুপারশপ, হাসপাতাল, রেস্তোরা ও অন্যান্য | ভোক্তা |

**কৃষকের বাজারের বৈশিষ্ট্য:**

- কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে।
- দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পাইকারী, আড়ৎদার, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুপারশপ কৃষকগণের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করতে পারবে।
- পাইকারী, আড়ৎদার, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুপারশপ তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে।
- কৃষকগণ দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবে।
- পণ্যের গ্রেড অনুযায়ী বিজ্ঞাপন।
- কৃষকের বাজারে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিমাণ কৃষিপণ্য দেশব্যাপী কেনা বেচা হবে।

**পাইকারী বাজারের বৈশিষ্ট্য:**

- পাইকারী কিংবা আড়ৎদার খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পণ্য বিক্রি করতে পারবে।
- নিজ জেলা কিংবা নিজ এলাকায় পাইকারী বাজারে কৃষিপণ্য কেনাবেচা করা যাবে।
- কৃষকের বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম এবং খুচরা বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি পণ্য ব্যবসায়ীরা বিক্রি করতে পারবে।
- ক্রেতার সাথে দরকষাকষির সুযোগ থাকবে।

**খুচরা বাজারের বৈশিষ্ট্য:**

- খুচরা বিক্রেতা বা অনলাইন উদ্যোক্তাগণ ভোক্তার নিকট সরাসরি তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবে।
- নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে অনলাইনে কৃষিপণ্য বিক্রির সুবিধা পাবে।
- পঁচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে নিজ এলাকা এবং অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে নিজ এলাকার বাইরে বিপণন করতে পারবে।
- খুচরা বাজারে নারী উদ্যোক্তা বিশেষ করে যারা নিজ গৃহে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন, তাদের জন্য থাকবে নারী কর্ণার।
- ইভেন্ট তৈরীর মাধ্যমে অনলাইন মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাবে।
- ক্রেতার সাথে দরকষাকষির সুযোগ থাকবে।
- খুচরা বাজারে উদ্যোক্তাগণ ডিসকাউন্ট অফার, ক্যাশ ব্যাক অফারসহ নানা ধরনের আকর্ষনীয় অফার প্রদান করতে পারবে।
- পন্যভিত্তিক প্রমোশনের সুযোগ থাকবে।

**সদাই প্লাটফর্মে যে সকল কৃষিপণ্যের বিপণন করা যাবে:**

সকল ধরণের কষিপণ্য, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি। এছাড়া মাছ, নদী হাওর বিল এর মাছ, ড্রাই ফুড, প্রসেসড মুরগী, রেডি টু কুক ফিস, প্রসেসড মিট, ডিম, দুধ,, দেশী শুটকি, ঘি, মধু, দই, মিষ্টি, মশলা, প্রসেসড মশলা, খাদ্যশস্য, প্রসেসড ফুড, তৈরীকৃত খাবার, পিঠা, সরিষার তেল, এলাকা ভিত্তিক প্রসিদ্ধ পণ্য, সামুদ্রিক মাছ ও শুটকী, মৌসুমী ফল, দেশী ও অন্যান্য ফল, হোমমেড আচার, মাশরুম, প্রসেসড মাশরুম, রেডি টু কুক মাশরুম, ফ্রেশকাট শাকসবজি, রেডি টু কুক আইটেম, রেডি টু ইট আইটেমফুল, নার্সারী আইটেম, মনোহারী সামগ্রী ইত্যাদি।

**দরকষাকষির পদ্ধতি:**

- দুই পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল নাম্বার, ম্যাসেঞ্জার, কমেন্ট রিপ্লাই অপশন চালু থাকবে।
- জেলার কৃষি বিপণন কর্মকর্তা বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা দরকষাকষি ও বাজার সংযোগ তৈরীতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

**পেমেন্ট পদ্ধতি:**

- সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এটুআই একপে-এর মাধ্যমে দুই পক্ষের লেনদেন হবে।
- লেনদেনের অর্থ অগ্রীম পরিশোধ করতে হবে। (ই কমার্স নীতিমালা)
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তহবিলে জমা থাকবে।
- পন্য ডেলিভারীর পর প্রাপকের নিকট অর্থ প্রেরণ করা হবে।

**পরিবহন ও ডেলিভারী পদ্ধতি:**

- কৃষকের বাজার এবং পাইকারী বাজারের ক্ষেত্রে পরিবহণ-এর ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারী ট্রাক এজেন্সিগুলোর ইন্ট্রিগ্রেশন এর ব্যবস্থা থাকবে।
- খুচরা বাজারের ক্ষেত্রে কুরিয়ার এবং বেসরকারী ডেলিভারী এজেন্সির মাধ্যমে পণ্য ডেলিভারীর ব্যবস্থা থাকবে।

**ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ:**

- কৃষকের বাজার ও পাইকারী বাজারের ক্ষেত্রে ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- খুচরা বাজারের ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ খুচরা বিক্রেতা ও অনলাইন বিক্রেতা ও ক্রেতাগণ আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।
- নিজ জেলা এবং নিজ জেলার বাইরে আলাদা-আলাদাভাবে ডেলিভারী চার্জ নির্ধারিত হবে।
- কোনো খুচরা বিক্রেতা চাইলে বিশেষ-বিশেষ পণ্যের ওজন ভিত্তিক ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ নির্ধারণ করতে পারবে।

**অভিযোগ ও নিষ্পত্তি:**

- সদাই প্লাটফর্মের কল সেন্টারের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা।
- কল ফরওয়ার্ডিং-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রতিনিধির সাথে যোগোযোগ।
- একটি হেল্পলাইন নাম্বার থাকবে।
- এসএমএম-এর মাধ্যমে প্লাটফর্মের তথ্যের পাশাপাশি সকল প্রকার বিপণন তথ্য প্রদান করা হবে।
- প্লাটফর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ ও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তির ও অন্যান্য সেবার ট্র্যাকিং থাকবে।

**অনলাইন প্লাটফর্মের ফিচারসমূহ:**

- ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে বিপণন।
- প্লাটফর্ম-এর ভাষা সম্পূর্ণ বাংলা। তবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার অপশন থাকবে।
- নিজ নামে কিংবা নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির সুযোগ।
- প্রত্যেক ব্যবহারকারীর জন্য আলাদা-আলাদা প্যানেল।
- নিজ প্যানেল থেকে যাবতীয় ব্যবসায়িক কার্যক্রম মনিটরিং, পণ্যের ট্র্যাকিং, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।
- স্বাধীনভাবে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ।
- পণ্যের মূল্য পরিবর্তন, অর্ডার বাতিল, স্টক ব্যবস্থাপনা।
- সকল ধরণের অটো জেনারেটেড রিপোর্ট।
- ভোক্তাগণ এক এলাকায় অবস্থান করে অন্য এলাকায় পণ্য ক্রয়ের সুবিধা পাবেন।
- ক্রেতা বিক্রেতার কল করা ও চ্যাটিং সুবিধা।
- অটো জেনারেটেড ভাউচার।
- পৃথক-পৃথক প্যানেলের জন্য পৃথক-পৃথক ড্যাশবোর্ড।
- সার্চ, ফিল্টার ও সর্টিং-এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন কিংবা খুচরা বিক্রেতা ও উদ্যোক্তাগণের স্টোর ও পণ্য খুঁজে বের করার সুবিধা।
- ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের পারস্পরিক রেটিং সুবিধা প্রদানের স্বাধীনতা।
- বিভিন্ন পণ্যের স্ট্যাটিক ছবির বাইরে উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব ছবি আপলোড করার মাধ্যমে পণ্য বিপণন করার সুবিধা।
- কোনো প্রকার কমিশন ও চার্জ ছাড়াই এই প্লাটফর্মে কেনা-বেচার সুযোগ।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা:**

- কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও উদ্যোক্তার যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং।
- সকল কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।
- ভেজাল পণ্য বিপণনে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, ই-কমার্স নীতিমালা-২০২১, ভোক্তা-অধিকার-সংরক্ষণ-আইন-২০০৯-এর প্রয়োগ।
- উদ্যোক্তার নিবন্ধন বাতিল।

**কেন এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করবে?**

- এক প্লাটফর্মে সকল ধরণের ক্রেতা, বিক্রেতার উপস্থিতি।
- কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য উন্মুক্ত বাজারে বিক্রির সুযোগ পাবে।
- অনলাইন এই প্লাটফর্মে উন্মুক্ত কেনা-বেচার দরুন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সৃষ্টি হবে।
- অনলাইন বিপণনে সকল প্রকার আর্থিক ও পণ্যের প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকা।
- তরুনদের কর্মসংস্থানের সৃযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- সার্চ, ফিল্টার ও সর্টিং-এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা বিক্রেতা সহজে খুঁজে বের করা।

**এই প্লাটফর্মে আরও যে সকল তথ্য থাকবে:**

- সকল প্রকার কৃষিপণ্যের বিভিন্ন সময়ের আঞ্চলিক বাজার দর।
- কৃষক, পাইকারী, আড়ৎদার, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুপারশপ ও অনলাইন কৃষি উদ্যোক্তাগণের শক্তিশালী ডেটাবেজ।
- মার্কেট ডিরেক্টরী।
- সকল প্রকার লেনদেনের তথ্য।

**নিবন্ধন পদ্ধতি:**

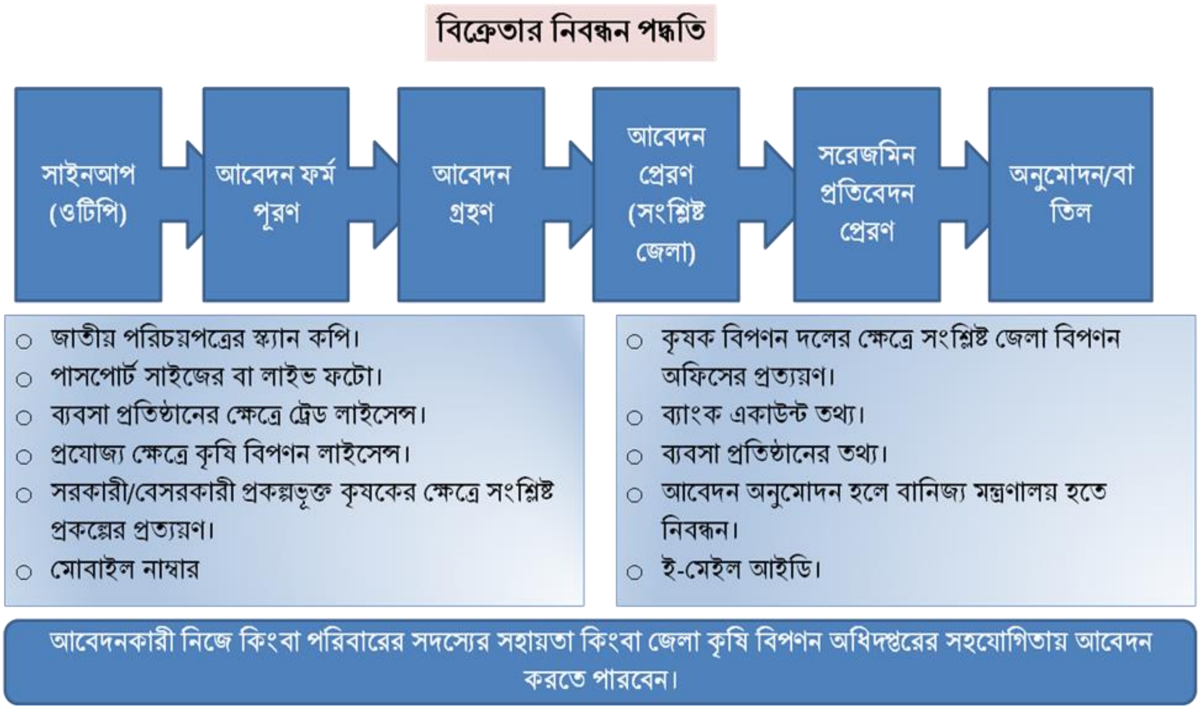


# রপ্তানি উন্নয়ন শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্য রপ্তানিতে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'রপ্তানি উন্নয়ন' নামে নতুন একটি শাখা খোলা হয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন শাখায় একজন উপপরিচালক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও দুইজন অফিস সহায়ক এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন উপপরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক, একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার এবং একজন অফিস সহায়ক যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন শাখা অর্থাৎ 'রপ্তানি উন্নয়ন' কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন নিয়ে জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের অন্যতম অনুঘটক। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন। যুগোপযোগী ও কার্যকর এ রোডম্যাপটি কৃষিপণ্যের রপ্তানি প্রসারে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নে বেশ কয়েকটি ওয়ার্কশপে আয়োজন করা হয় যেখানে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানিকারক (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সবার মতামত নিয়ে রোডম্যাপটি চূড়ান্ত করা হয়। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রণীত রপ্তানি রোডম্যাপটি মন্ত্রণালয়ে থেকে শুরু করে বিভিন গুরুত্বপূর্ণ মহলে সমাদৃত হয়েছে এবং যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কার্যকর উদ্যোগ বৈকি। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নের ফলে বিভিন্ন অংশীজনের জন্য (কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, মধ্যস্বত্তভোগী, গবেষক, ভোক্তাসহ অন্যান্য) অত্যন্ত

কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশে উৎপাদিত আলুসহ অন্যান্য সবজি, আম, পান, পাটজাত দ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রচলিত কৃষিপণ্য যেমন- সুগন্ধী চাল, কাজু বাদাম, নারিকেলের খোল হতে চারকোল, আনারসের পাতার ফাইবার ইত্যাদি রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। রপ্তানি বাড়াতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অচিরেই কৃষিপণ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হবে।

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'রপ্তানি উন্নয়ন' শাখার উদ্যোগে এবং 'প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়' শাখার সহযোগিতায় রপ্তানি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় যেখানে অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন রপ্তানিকারক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও, জাতীয় ফল মেলা-২০২২, জাতীয় সবজি মেলা-২০২২ এ রপ্তানি উন্নয়ন শাখা কর্তৃক কৃষিপণ্য রপ্তানি চিত্র ও এর প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়। এ ছাড়াও, গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রপ্তানি সহযোগিতার আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন শাখা কর্তৃক 'AgroFresh Exports' নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে মালেশিয়ার দুইটি প্রতিষ্ঠান (Interglo Venture SDN BHD ও MX Fruit & Vegetable (M) SDN BHD) সাথে লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ২২ মেট্রিক টন ফ্রেশ বাঁধাকপি এবং ব্রুনেই এর একটি প্রতিষ্ঠানের (Sin Guan Brothers Co.) সাথে লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ২৭.৯৮ মেট্রিক টন ফ্রেশ আলু রপ্তানি করা সম্ভব হয়।

সর্বোপরি, নতুন চালু হওয়া সত্ত্বেও 'রপ্তানি উন্নয়ন শাখা' কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুরো উদ্যম নিয়ে কাজ করছে যা ইতিবাচক ও প্রশংসার দাবিদার।

# বিভাগের কার্যক্রম

## ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি জেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিদিন সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহপুর্বক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি অফিস আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অতিদ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণে সক্ষম। অত্র বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ১৪৬টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৯৪জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত ও ভোক্তা সাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় করার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের ভেজাল রোধ, কেমিক্যালের ব্যবহার নিরৎসাহিত ও পণ্য পরিবহণ স্থিতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং করেন। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পাইকারী মূল্যের সাথে বিপণন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে বাজার সমিতির সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্যপক্ষ কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং বাংলাদেশ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করছেন। বাজারকারবারীদের নৈতিক শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৩,০০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

**শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ**

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে **০৩**টি জেলায় বিদ্যমান **০৭টি (০৫**টি চালু) গুদামের মাধ্যমে জুলাই, **২০২১** হতে জু **২০২২** পর্যন্ত **১৯৩** জন কৃষকের ৩৮৪ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ করা হয়।

**সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলীঃ**

সমাপ্ত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত 'সেন্ট্রাল মার্কেট-গাবতলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা ও এর আওতাধীন ৬১টি উপজেলার কৃষকের আর্থিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা শহরের বাজারসমূহের সংগে লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে । কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রা**প্তি** নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফসল ও চাল ডাল লিঃ-এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের নিকট হতে সংগৃহিত শাক-সব্জি গ্রেডিং এবং প্রসেসিং করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় সরাসরি কৃষকের নিকট হতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে ০৬টি রিফার ভ্যান, ০১টি খোলা ট্রাক ও ৩টি কুল চেম্বারের সহায়তায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মার্কেটের আয় হতে অবকাঠামোগত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খামারবাড়ি শাখায় চলতি ও এফডিআর হিসাবে জমা রাখা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি করেন। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মার্কেটের ০১টি এফডিআর হিসাবে ৯৯,৪৩,৭৫৭ (নিরানব্বই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত সাতান্ন) টাকা এবং চলতি হিসাবে ২৯,৭৬,৪৯৩ (উনত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত তিরানব্বই) টাকা জমা আছে।

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ**

মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত ০২টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রসেসিং সেন্ট্রারে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ২৫৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩০৫ জন কৃষককে প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান, ১৪৩ জন প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বমোট **১৯**টি প্রশিক্ষণে বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত ১৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, কমিশন এজেন্ট, ওজনদার ও পরিমাপকারী প্রভৃতি শ্রেণির কৃষিপণ্য বাজার কারবারীগণের নিকট ১৯,৯৯৬টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ব্যবসায়ীদের ৮,৭৫১টি লাইসেন্স

নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ ৬৩,৮৭,১০০.০০ (তেষট্রি লক্ষ সাতাশি হাজার একশত) টাকা আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

**মেলায় অংশ গ্রহণঃ**

ঢাকা বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমুহ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্বক অধিদপ্তরের কার্যক্রম মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে।

**কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়নঃ**

উপজেলা পর্যায়ে গ্রোয়ার্স মার্কেট, জেলায় পাইকারী বাজার ও রাজধানীতে কেন্দ্রীয় বাজার টার্মিনাল স্থাপণের পাশা-পাশি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মার্কেটসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্বাবধানে বিক্রয়কেন্দ্র  স্থাপন করা হয়েছে।

**কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্যঃ**

বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি, মজুত চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে পণ্য ভিত্তিক বাজারের অবস্থান এবং পণ্য ভিত্তিক উপজেলা বাজার, জেলা বাজার, বিভাগীয় বাজার ও জাতীয় বাজারগুলোর দরের পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাজার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ জনগণ, ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও সরকারকে সবসময়/নিয়মিত অবহিত করার জন্য বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি বিটিভিতে ও অন্যান্য চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।

কৃষকের বাজার উদ্বোধন, স্থানঃ উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

# ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ বিভাগ ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ০৪টি জেলা অফিস এবং শস্য ঋণ কার্যক্রমের ০১টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের অফিস মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ৪টি জেলার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মাঠপর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছে। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমের সহায়তা এবং এই বিভাগ ও বিভাগের ৪টি জেলার দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩৭টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ২৬জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এ ছাড়া আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ০৪জন নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছে।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ** সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের  জন্য সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ-বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ভেজালরোধ ও ক্যামিকেলযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের

সহযোগিতায় ২০১টি ভ্রম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছেন । প্রতিদিনের বাজারমূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান-প্রধান বাজারে ৪টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কোন অসাধূ ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রেতা সাধারণের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের হিমাগার, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, বড় গুদাম, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, কুল চেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ৪টি জেলায় জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ৬১৪টি নতুন লাইসেন্স এবং ১৫০১টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে । লাইসেন্স ফি বাবদ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৪ লাখ ৪১ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ৪টি জেলায় ৬১টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

**মোবাইল কোর্টঃ** ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এই বিভাগের অধীন ২০১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩০,০৪,৫০০/- (ত্রিশ লক্ষ চার হাজার পাঁচশত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ** ময়মনসিংহ বিভাগের ৩টি জেলায় ১৩টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৯১২ জন কৃষকের ৬৯০ মেট্রিক টন শস্য গুদামে সংরক্ষণ-এর বিপরীতে কৃষকের মাঝে ১২৩.৮ লক্ষ (এক কোটি তেইশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

**কৃষকের বাজারঃ** কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য ময়মনসিংহ বিভাগের ২টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ময়মনসিংহ জেলায় ০১টি কৃষকের বাজার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

**পাইকারী বাজার অবকাঠামো (এনসিডিপি)-এর কার্যক্রমঃ** শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জয়বাংলা বাজারের ২৪টি স্টলের ৬৫৪২৫/- (পয়ষট্রি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

**মেলায় অংশগ্রহণঃ** ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ৪টি জেলা কার্যালয় বিভাগীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার জনগণের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

**বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনঃ** উপপরিচালকের কার্যালয়, ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্নজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়া চীন ইত্যাদিসহ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত মোট ১৮টি বই রয়েছে।

**জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ অর্থবছর**

# সিলেট বিভাগ

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীন ০৪টি জেলা অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের অধীনস্থ ০৪টি জেলা কার্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে ০৫ জন নিরাপত্তা প্রহরী কর্মরত রয়েছেন।

**বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম:**

সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ-বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর ক্যামিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহে মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন এবং ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুয়ায়ী স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বাজার তদারকি অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

**উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্র**ম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের অধীন সকল জেলা অফিসে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অত্র বিভাগের অধীন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪৮টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। হবিগঞ্জ সদর বাজারে ০১টি কৃষকের বাজার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য সরাসরি কৃষিপণ্য বিক্রয় করছে। কৃষক বিপণন দলের সদস্যদের পর্যায়ক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সার্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় লকডাউনকালীন সময়ে সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগসহ গণসচেতনামূলক লিফলেট, ব্যানার ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা সুরক্ষা সামগ্রী যেমন মাক্স, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্প্রেসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী বাজারে আগত ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)কালীন লকডাউন-এর সময়ে কৃষিপণ্যবাহী ট্রাক যাতে সহজে ও নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে তার জন্য ট্রাকে বিশেষ লিফলেট/ষ্টিকার লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারোনা কালীন সময়ে কৃষকের অবিক্রিত কৃষিপণ্য মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামষ্টিক দাপ্তরিক কার্যক্রম, নিয়মিত উপস্থিতি, আচরণ ও শৃংখলা বিধি, আইসিটি এবং ই-ফাইলিং, সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, জিআরএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**শুদ্ধাচার কার্যক্রম:**

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের আওতায় সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও অধীনস্ত জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ০২(দুই) জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে উত্তম দাপ্তরিক কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মাননা সনদ, ক্রেষ্ট ও ০১(এক) মাসের মূল্যবেতনের সমপরিমান অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা ও অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত তথ্যাদি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা রয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট

৩৮৩টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়নকৃত লাইসেন্স হতে ৮.৮৯৫ লক্ষ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**মেলা আয়োজন:**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলা কৃষি প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার জনগনের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচার করেছে। এ ছাড়া সিলেট কৃষি বিপণন ভবনের প্রসেসিং সেন্টারের বিভিন্ন প্রকার আচার, জ্যাম, জেলী প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি/মেশিনারিজসমূহ মেলায় আগত সর্বসাধারণের মাঝে প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

**এ্যাসেম্বল সেন্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম:**

সিলেট বিভাগের অধীন সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ এ্যাসেম্বল সেন্টার (২) হবিগঞ্জ জেলার পানিউমদা এ্যাসেম্বল সেন্টার, (৩) মৌলভীবাজার জেলার রানীর বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার ও (৪) সুনামগঞ্জ জেলার পলাশ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। বিভাগীয় উপপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তাগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে সেখানে কৃষকের তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি এ্যাসেম্বল সেন্টারে বিক্রি করতে পারছে।

**জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সিলেট জেলায় ০৪(চার) জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য জেলা সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপনের কাযর্ক্রম চলমান রয়েছে।

সিলেট বিভাগের অধীনস্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৪টি জেলা অফিসের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।

উপপরিচালকের কার্যালয়, সিলেট বিভাগ, সিলেট-এ বঙ্গবন্ধু মিনি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়।

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধ ও পণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

উত্তম দাপ্তরিক কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

সর্বোচ্চ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়কারী সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা:প্রা:) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট-কে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট প্রদান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোতাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সাগ্রমী জেলা অফিসসমূহ ও সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন ভবন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট-এর ভবনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও কর্মপরিবেশ সজ্জিত করা হয়।

# বরিশাল বিভাগ

**পটভূমি**: বাংলার ভেনিস হিসেবে পরিচিত বরিশাল বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন, শস্য, ও মৎস্য প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এই জনপদ বৈদেশিক বণিকদের কাছে পরিচিত ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নামে। প্রাচীনকাল থেকে পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট। প্রাচুর্যময় নানা জমিদারি স্থাপনার চিহ্ন বহনকারী এ অঞ্চল ০৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ, নদী, দর্শনীয় স্থান ও সমুদ্রের কোলঘেষা পর্যটন কেন্দ্র সব কিছু মিলিয়ে প্রকৃতি যেন তার আপন হাতে সাজিয়েছে এ অঞ্চলকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা ও শস্য গুদামের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে বিস্তৃত। প্রতিদিন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বাজারসমূহে সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দৈনিক বাজারদর ও সাপ্তাহিক বুলেটিন অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন। এ ছাড়া কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তগণকে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায় সর্বমোট ৬০টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রম:**

কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলার প্রধান বাজারসমূহের কৃষিপণ্যের ০৬টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম

অব্যাহত আছে। তাছাড়াও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

**বাজার সংযোগ স্থাপন:**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় তরমুজ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণের মধ্যে তরমুজ পৌছে দেয়া ও সরাসরি তরমুজ ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং তরমুজ পরিবহণের সুবিধার জন্য তরমুজ পরিবহণকারী ট্রাক ও ট্রলারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টিকার লাগানো হয়েছে। তা ছাড়া ঐ সময় ভোক্তারা যাতে সহনীয় মূল্যে তরমুজ ক্রয় করতে পারে তার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলার বাজার কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তরমুজের বাজার মনিটরিং করেছেন।

**শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম:** বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠী জেলায় বর্তমানে ০১টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০ জন কৃষকের ৪২৮.০০ কুইন্টাল খাদ্য শস্য জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ৪,৯৬৫ (চার হাজার নয়শত পয়ষট্টি) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**পাইকারী বাজার অবোকাঠামো:**

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৈলা পাইকারী বাজারের ২৪টি স্টলের ভাড়া বাবদ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ১,৫২,১৭৫.০০(এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পঁচাত্তর ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**

২০২১-২২ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ৬৫টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২৩৫ জন কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষি পণ্য সংগ্রহত্তোর সটিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৩০ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য:**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৪১৬টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ২২৭৩ টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ১৫,৬৬,২০০.০০ (পনের লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত) টাকা রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কাযক্রম অব্যাহত রয়েছে।

**মেলায় অংশগ্রহণ:**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলা কার্যালয় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষি পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

**বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত লাইব্রেরি স্থাপন:**

২০২১-২২ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রকাশনা সম্বলিত ০১টি মিনি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সম্পকৃত ১৫টি বই রয়েছে।

জেলা প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশাল।

তরমুজের বাজার মনিটরিং করছেন উপপরিচালক মহোদয়, বরিশাল।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত গ্রন্থাগার।

সিনিয়র কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশার জেলাকর্তৃক উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব আঃ গাফফার খান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

# চট্টগ্রাম বিভাগ

পাহাড়, সমুদ্র, নদী, সমতলবেষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র উপকূলের অনুপম সৌন্দর্যের আধার চট্টগ্রাম বিভাগ। এ বিভাগের প্রতিটি জেলাকে প্রকৃতি আপন হাতে সাজিয়েছে তার মূল্যবান সম্পদ দ্বারা। পুরাকীর্তির, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদনদী, দর্শনীয় স্থানের কারনে এ বিভাগ স্বতন্ত্র। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি জেলা ও ৪টি উপজেলায় বিস্তৃত। উল্লেখ্য, একমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগেই উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণনের কার্যক্রম বিদ্যমান। প্রতিদিন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার দর সংগ্রহপূর্বক অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজার দর প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিভাগের প্রতিটি জেলায় ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম লাইভে আছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন। বর্তমানে ৭২টি পদের বিপরীতে ৫৫ জন কর্মরত আছেন।

**কৃষকের বাজার :**

কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। জেলা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত এ বাজার মনিটরিং করছেন। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**মিনি লাইব্রেরী স্থাপন:** বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রকাশনার মিনি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়া চীন ছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ,স্বাধীনতা সম্পর্কিত মোট ১০৫টি বই রয়েছে।

**বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ১১টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত বাজার দর সরবরাহের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড কর্মসূচীর আওতায় চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাংগামাটি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ব্রাক্ষ্রণবাড়ীয়া, কক্সবাজার, চাঁদপুর, ফেণী ও কুমিল্লা জেলায় ডিজিটাল বোর্ড স্থাপিত হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২৩০ জন কৃষককে সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ১৭৩ জন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ১৫০ জন।

**লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন:** চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০৩৫টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। যা বাবদ ৪৩.৮০/-(লক্ষ টাকায়) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরে ও অব্যাহত আছে।

**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিজস্ব ও অন্যান্য আইনে অত্র বিভাগে ৮২ (বিরাশি)টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রম:** অত্র বিভাগে ১৪৫ জন কৃষক ও ২৩০ জন উদ্যোক্তা এই সুবিধা পেয়েছেন। প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রাপ্ত কৃষক ১৭৩ জন। কুমিল্লায় কুলভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্যোগ চলমান।

**ইনোভেশন কর্মসূচী**: চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের শহরের বিভিন্ন সুপারশপে কৃষিপণ্য বিক্রির সংযোগ সৃষ্টির ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠ পর্যায় থেকে নতুন-নতুন ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করে ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করা হয়েছে।

**উৎপাদিত সবজি বাজারজাতকরণ:** ফ্রেশকাট শাকসবজি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচী আওতায় কুমিল্লা জেলায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এতে কৃষক দলের সদস্যগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব-উদ্যোগে আয় বর্ধনশীল পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন।

**বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধমূখী সম্প্রসারণ:** ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন জোরদারকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করে ৩য় তলায় ০২টি সুদৃশ্য নতুন রেস্টহাউস কক্ষ নির্মাণ করা হয় এবং নিচ তলা ও ২য় তলার সংস্কার করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগ,চট্টগ্রামের উর্ধমূখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কার্যক্রম মনিটরিং করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আঃ গাফ্ফার খান মহোদয়।

চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক নারী উদ্যোক্তা নুর রেখা বেগমকে সুপার শপে বিপণন সহযোগীতা ও বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে মিনি লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন করেন উক্ত বিভাগের উপপরিচালক জনাব নাসিম ফারহানা শিরীন।

মৌসুমী কৃষিপণ্য বিপণন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিকরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষণা ও আইসিটি) জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন(যুগ্ম সচিব) মহোদয়

# রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ উত্তরাঞ্চলের একটি অন্যতম কৃষি প্রধান এলাকা। রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার সমন্বয়ে এ বিভাগ গঠিত। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের টেকসই বিপণন ব্যবস্থার উপর এ বিভাগের অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। উৎপাদিত ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ বিভাগের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। রংপুর বিভাগের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে হাট-বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রদান, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারণার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হয়েছে। এ বিভাগে অনুমোদিত ৭২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১১জন কর্মকর্তা ও ৪০ জন কর্মচারী আন্তরিকতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রম:**

সদর দপ্তরে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মূল্য নিশ্চিতকরণ এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে-এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ২০২১-২২ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ৩৬৫টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ২৮,২৫,২০০/- (আঠাশ লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত টাকা) জরিমানা আদায় করে। এ আদালত পরিচালনার ফলে বিভিন্ন উৎসব ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নসহ পণ্যের কৃত্তিম সংকট রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ বিভাগের ০৮টি জেলার প্রধান বাজারসমূহে ০৮টি ইলেকট্রিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন এবং অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বাজার কারবারীদের অযাচিত মূল্য বৃদ্ধি রোধ এবং কৃষক, ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১০,০০০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

**প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা:**

রংপুর বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় ৮২টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এছাড়াও এ বিভাগের সকল জেলায় প্রজ্ঞাপিত বাজার বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত বাজারের তালিকা যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজার কার্যক্রম:**

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় এনসিডিপি ও পাবা প্রকল্পের মাধ্যমে এ বিভাগে মোট ০৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এসব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখিত মার্কেট হতে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ১১,৬২ ,২৮৩ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

**সিসিটিভি স্থাপন:** ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রংপুর বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয়, রংপুর জেলা কার্যালয়, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডরমেটরি (আবাসিক কক্ষ) সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে।

**কৃষক বাজার:** ''জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচী''হতে চলতি অর্থ বছরে (২০২১-২০২২)এ বিভাগে ০৪টি কৃষকের বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। রংপুর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর এ সকল জেলায় উল্লেখিত ০৪টি বাজারের মাধ্যমে কৃষক সরাসরি তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট দর কষাকষির মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ পাবে। রপ্তানীকারক ও ব্যবসায়ীদের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে পূর্বের ন্যায় অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম হবে। ফলে চাষীরা উপকৃত হবেন।

**বিপণন সেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:** রংপুর অঞ্চলের বিখ্যাত হাড়িভাঙ্গা আমের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ বছর আম সংগ্রহকালীন সময়ের পূর্বেই জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। সেই সাথে আম বাজারজাতকরণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই যেন অপরিপক্ক আম বাজারজাত না করা হয় সে লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও মধ্যসত্বভোগীদের দৌড়াত্ম হ্রাস কল্পে এ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নগরীর লালবাগ এলাকায় হাড়িভাঙ্গা আম বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যা সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ডিজিটাল মার্কেট প্লেস ''সদাই''এ্যাপে এ বিভাগের অনেক উদ্যোক্তাকে সংযুক্ত করা হয়েছে,যা ইতোমধ্যে অত্র অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

**শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম:** কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৪টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেখানে কৃষকগণ ফসল সংগ্রহ মৌসুমে তাঁদের পণ্য বিক্রয় না করে গুদামে সংরক্ষণ করেন এবং বাজার মুল্যের ৭০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ তাঁদের পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের পর আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ৩৪টি গুদামে ২২৬১ মেঃটন শস্য জমা করা হয় এবং জমাকৃত শস্যের বিপরীতে প্রায় ৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

**প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:** কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে দিনব্যাপী গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০২টি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি APA বাস্তবায়ন বিষয়ক ০১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত ০২টি প্রশিক্ষণে কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা হিসেবে ৭০ জন এবং জেলাসমূহের ১০জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে APA চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রংপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে সদাই এ্যাপস ও আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ০১টি করে সর্বমোট ০২টি প্রশিক্ষণে ৪৫জন এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-এর কার্যালয় হতে গুদাম রক্ষকগণের ০১টি, কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ০১টি, কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অফিস ব্যবস্থাপনা ০১টিসহ (২০+৩০+২০) মোট ৭০ জনকে ও বোদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গুদাম রক্ষকগণের ০১টি এবং ০৪টি কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পঞ্চগড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য:** এ বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসসমূহ কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ বিভাগের ০৮টি জেলা অফিস হতে মোট ২৪৩টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১৬২৮টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। এ যাবৎ মোট ১২,৮১,১০০/- টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

**প্রচার ও বিজ্ঞাপন:**

কৃষক ,ব্যবসায়ি ও ভোক্তাগণের মাঝে কৃষিপণ্য বিপণন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা ২০২১ সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে অবহিতকরণের জন্য বিভিন্ন পোস্টার, ক্যালেন্ডার, ফোল্ডার, লিফলেট এবং আইন ও বিধিমালা মুদ্রণ ও বাঁধাই করে প্রচার করা হয়।

**শুদ্ধাচার কার্যক্রম:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠন পূর্বক ৪টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিও অংশীজনের সাথে ২টি সভা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উওম কর্মকর্তার স্বীকৃতিস্বরূপ ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়েছে।

**মেলায় অংশ গ্রহণ:** এ বিভাগের ০৮টি জেলা অফিস হতে উন্নয়ন মেলা ও কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। মেলায় আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর, শস্য গুদামের মডেল ঘর, কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার ও অন্যান্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়, যা স্থানীয় জেলা প্রশাসনসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ ছাড়াও অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক ফোল্ডার, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার ও পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

রংপুর বিভাগে মহাপরিচালক মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে সৈয়দপুর বিমান বন্দরে ফুলেল শুভেচ্ছা

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর পরিদর্শন

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলু দিয়ে তৈরী বিভিন্ন রকমের খাবার প্রদর্শন

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক রংপুরে অবস্থিত টমেটো প্রসেসিং সেন্টার পরিদর্শন

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক রংপুরে অবস্থিত কাঠাল প্রসেসিং প্লান্ট পরিদর্শন

রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে হাড়িভাঙ্গা আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভা

বিএআরসি টিম কর্তৃক আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর পরিদর্শন

প্রসেসিং সেন্টার পরিচালনায় মহাপরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনা

প্রশিক্ষণ শেষে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে রংপুরের নারী উদ্যোক্তাগণ

আলু রপ্তানি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন রংপুরের উপপরিচালক মহোদয়

কৃষকের বাজার নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করেন উপপরিচালক মহোদয়

বন্ধ এনসিডিপি মার্কেট চালু করার জন্য রংপুরের মেয়র মহোদয়ের সাথে উপপরিচালক মহোদয়ের আলোচনা

# রাজশাহী বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগের কার্যক্রম চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ০৮টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে বর্তমানে ৬০ জন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১০ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আম, লিচু, পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠ ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজারদর সংগ্রহ পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম:**
বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজারদর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজশাহী বিভাগ হতে ২১৪০টি অনলাইন বাজারদর যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ১২১টি মোবইল কোর্টে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পূর্বক দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

**এনসিডিপি কার্যক্রম:**
কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের আওতায় রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ০৮টি পাইকারী ও ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এনসিডিপি মার্কেটগুলো পরিচালনা পূর্বক ভাড়া বাবদ মোট ১৪,৭৫,১৭৮ (চৌদ্দ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একশত আটাত্তর) টাকা আদায় করা হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:**
বাজার সংযোগ তৈরী ও কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং, সর্টিং, গ্রেডিং, প্রসেসিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে ৩৩০ জন কৃষক কৃষাণী, ১৭০ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ২৫ জন কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ১৭ জন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১ জন স্থানীয় উদ্যোক্তাকে জাতীয় পর্যায়ের কোম্পানীতে সংযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও ৯০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এপিএ অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন, জিআরএস সফট্ওয়্যার ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিপণন বিষয়ক ৪৬৫৪টি (চার হাজার ছয়শত চুয়ান্ন) প্রচার-প্রচারণা পত্র বিলি করা হয়েছে।

**লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য:**
রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ০৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ৮২৬টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৪,৮৯২টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ মোট ৩৪,৩৭,৫০০.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

**ই-ফাইলিং:**
রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে।

**বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন:**
উপ-পরিচালকের কার্যালয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়সহ রাজশাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৮টি জেলা অফিসগুলোতে যথাযথভাবে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়।

**করোনাকালীন সময়ে আম পরিবহণ:**
করোনাকালীন সময়ে আমের পরিবহণ নির্বিঘ্ন করার জন্য রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে ট্রেন যোগে ঢাকায় সরাসরি আম পরিবহণ করা হয়েছে।

**মুজিব কর্ণার, মিনি লাইব্রেরি স্থাপন ও অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন:**
রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে একটি মুজিব কর্ণার ও একটি মিনি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে এবং অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

২১-১২-২০২১ তারিখের অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ছবি। প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা ১৮ জন।

১১-০৬-২০২২ তারিখের অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ছবি। প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা ৩৩ জন।

# খুলনা বিভাগ

**বাজার মনিটরিং কার্যত্রম:** সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ-বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তাবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ভেজালরোধ ও কেমিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২১-২২ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ২২২টি ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছেন।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন:** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের হিমাগার, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, বড় গুদাম, পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন আইন ২০১৮-এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ১০টি জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯২২টি নতুন লাইসেন্স এবং নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা ৪,৪২৪টি এবং রাজস্ব আদায় হয় ৩২,৮৭,০৩৪ (বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার চৌত্রিশ) টাকা।

**মোবাইল কোর্ট:** ২০২১-২২ অর্থ বছরের এই বিভাগের অধীন ২২২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মধ্যেমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩২,০০,৬০০ (বত্রিশ লক্ষ ছয়শত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

**নতুন ভবন তৈরি:** খুলনা বিভাগের আওতাধীন সাতক্ষীরা জেলা কৃষি বিপণন ভবন তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে।

**ফুল এসেম্বল সেন্টার:** ঝিনাইদহ জেলার বালিয়াডাঙ্গা ০১টি এবং যশোর জেলার  গদখালী ও পানিশারায় ০২টি ফুল এসেম্বর সেন্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জুন/২০২২খ্রিঃ মাননীয় কৃষি সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম মহোদয়ের খুলনায় আগমন উপলক্ষ্যে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ তারিখ: ০৬ জুন, ২০২২ খ্রিঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোগতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

বালিয়াডাংগা বাজার, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহের ফুল বিপণন প্রকল্পের ছবি

সাতক্ষীরা জেলার হিমসাগর আম রপ্তানি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা

ফল সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস ও বিপণন ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

# অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি

# অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

## ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প:

### ১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-১ম সংশোধিত) (বিপণন অংগ):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ২১২ কোটি ৯০ লক্ষ | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি ও IFAD | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মুল উদ্দেশ্য:**<br>জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। | | | |
| | | | **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;<br>খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;<br>গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ১১টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)<br>মোট ৩০টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২১২৯০.৫৭ | ১৪৪৫.০০ | ১৪১৮.০০ (৯৮.১৩%) | ৭৭১২.৭০ (৩৮.১৬%) |

**প্রকল্পের প্রধান-প্রধান কার্যক্রম:**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ৮,৬০০ ব্যাচ;
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৯,০০০ ব্যাচ;
(৩) উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ জন।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি:**

(১) ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৬০টি কর্মশালার মধ্যে ৩২টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ৮৬০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৪৬৮১ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) ৩০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৯০০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩৬৬৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৫) ম্যাচিং গ্রান্ট বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও ইফাদ সদরদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ২। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | মোট: ১৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মূল উদ্দেশ্য:**<br>অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ;<br>খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাক-সবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;<br>গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি;<br>ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা;<br>ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;<br>চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ৩১টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ১৬০০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৯৯.০০ (৯৯.৯২%) | ২৫৩৪.০০ (১৫.৮৪%) |

**প্রকল্পের প্রধান-প্রধান কার্যক্রম:**

(১) ৪,৬২৫ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(২) ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে।
(৩) জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালা সহ মোট ১২টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।
(৪) ২১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার ও
(৫) ৫০০ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হবে।
(৬) ১২টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর নিমিত্ত ইকুইটমেন্ট সংগ্রহ করা হবে।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৮ ব্যাচ (২,৬৪০ জন কৃষক, উদ্যোক্তা, ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে) সম্পন্ন হয়েছে।
(২) প্রকল্পের আওতায় ৩৪ ব্যাচ (৮৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৬টি জেলার (সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পিরোজপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরা জেলার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অন্যান্য জেলার যথাশীঘ্র ভবন নির্মাণে কাজ শুরু হবে।

(৪) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজ এবং রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়ের সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
(৫) গৃহ পর্যায়ে শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য ১০৪টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলায় মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

পাবনা জেলায় অফিস ভবনের জায়গা পরিদর্শন

## ৩। বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ২,৭৮৪.১৬ লক্ষ টাকা। | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মূল উদ্দেশ্য:**<br>প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি।<br>খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন।<br>গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার।<br>ঘ) বাজারভিত্তিক কৃষক দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধি।<br>ঙ) প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং অন্যান্য প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ফুলের কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপণন ব্যয় হ্রাস। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ৬টি জেলা (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা)। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২,৭৮৪.০০ | ১,৭৭১.০০ | ১,৭৪৬.০০ (৯৮.৫৯%) | ২,৬২৫.০০ (৯৫%) |

**প্রকল্পের প্রধান-প্রধান কার্যক্রম:**

(১) **প্রশিক্ষণ:** প্রকল্প মেয়াদে ৫৪০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাকে এবং ৫০ জন কর্মকর্তাকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(২) **এক্সপোজার ভিজিট বাস্তবায়ন:** ১২ জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি ব্যাচে এক্সপোজার ভিজিটের সংস্থান করা হবে।

(৩) **কৃষক বিপণন দল গঠন:** সর্বমোট ১০০টি বিপণন দল গঠন করা হবে।

(৪) ঢাকার গাবতলীতে দুইতলা বিশিষ্ট একটি ফুলের পাইকারী বাজার ও এসেম্বল এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

(৫) ০৪টি এসেম্বল সেন্টার (ঝিনাইদহ, যশোর, মানিকগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা) নির্মাণ করা হবে।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি:**

(১) প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের টিওটি প্রশিক্ষণ ০২ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮ ব্যাচ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৬ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।

(২) ঢাকার গাবতলীতে ফুলের পাইকারী বাজার ও ৫টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(৩) ঢাকার মিরপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(৪) ফুলের পাইকারী বাজার ও এসেম্বল সেন্টারের জন্য প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এসেম্বল সেন্টার

বালিয়াডাঙ্গা এসেম্বল সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

## ৪। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | মোট: ২,৫২৬.০০ লক্ষ টাকা | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মূল উদ্দেশ্য:**<br>প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় ১০%-১৫% বৃদ্ধি করে দারিদ্র হ্রাস করা।<br>**প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>(ক) প্রকল্পের আওতায় ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উপকারভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।<br>(খ) পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ৩০০টি ঘর নির্মাণ করা হবে।<br>(গ) ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হবে। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ৭টি জেলার (ঢাকা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও পাবনা) মোট ১২টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০২১-২০২২ | ২০২১-২০২২ | প্রকল্পের শুরু থেকে |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **(লক্ষ টাকায়)** | অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ **(লক্ষ টাকায়)** | অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার **(লক্ষ টাকায়)** | ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি **(লক্ষ টাকায়)** |
| | | | ২,৫২৬.০০ | ৪৪.০০ | ৪৪.০০ (১০০%) | ৪৪.০০ (১.৭৪%) |

**প্রকল্পের প্রধান-প্রধান কার্যক্রম:**

(১) ৩,৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উপকারভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(২) পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ৩০০টি মডেল ঘর নির্মাণ করা হবে।

(৩) ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

**২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:**

(১) প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে মাঠ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;

(২) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে;

(৩) ১ টি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে;

## ৪। আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | বাস্তবায়নকাল | : | জানুয়ারি, ২০২২-জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট: ৪,২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা | | | |
| ৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি | | | |
| ৫. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | **মূল্য উদ্দেশ্য:**<br>আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ উন্নয়ন ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:**<br>১) বসতবাড়ীর উঁচু, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনী ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৪৫০ আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;<br>২) প্রতিটি মডেল ঘর কেন্দ্রিক ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আলু চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;<br>৩) আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;<br>৪) আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে ৪৫০টি কৃষক বিপণন দলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা; | | | |
| ৬. | প্রকল্প এলাকা | : | নির্বাচিত ১৭টি জেলার ২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭৬টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ৪,২৭৬.৭৪ | প্রকল্পটি গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখে অনুমোদিত হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ নেই। | | |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

(১) ৪৫০টি (২৫′×১৫′) আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;

(২) ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১টি করে মোট ৪৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন;
(৩) ১৮,৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

**প্রকল্পের প্রত্যাশিত প্রভাব:**
(১) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
(২) গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং
(৩) টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।

## ৫। জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ২০০ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ২০০ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাক-সবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ:<br>১) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরী;<br>২) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি;<br>৩) নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;<br>৪) নিরাপদ শাক-সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমিয়ে আনা;<br>৫) নিরাপদ শাক-সবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ; |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, নঁওগা, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়নমনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া এবং ঝিনাইদহ (২০টি জেলার জেলা সদর/ নির্বাচিত উপজেলা)। |

| কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| | | ১১৬.০০ | ১১২.৬০ (৯৭.০৭%) | ১১৯.৬০ (৫৯.৮০%) |

## ৬। অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই, ২০২০ হতে, জুন ২০২৩ পর্যন্ত। | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা | | |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা | | |
| ০৫. | কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচিটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে দুইটি পৃথক অনলাইন প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ:<br>১) অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারী পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কৃষি ব্যবসায়ীগণের এবং খুচরা পর্যায়ে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা সাধারণের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা;<br>২) উন্মুক্ত অনলাইন প্লাটফর্মে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্যের বিক্রির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;<br>৩) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;<br>৪) উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিপণন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার মধ্যস্বত্বকারবারির দৌরাত্ম্য হ্রাস করা;<br>৫) আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত প্লাটফর্ম দুইটির ব্যবহার নিশ্চিত করা | | |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ। | | |
| কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি | | : | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ১০৬.৬০ | ১০৬.১৭ (৯৯.৬০%) | ১১৯.৬০ (৭০.১৮%) |

## ৭। রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ৫০১.১৪ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ৫০১.১৪ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো টমেটো চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টমেটোর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয়রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপঃ<br>১) কৃষক পর্যায়ে ১০টি টমেটো সংরক্ষণাগার নির্মাণ; |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">২) সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে টমেটো চাষীদেরকে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দরিদ্রতা হ্রাস করা;<br>৩) টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ১২০ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা;<br>৪) টমেটোর সংরক্ষণ, আধুনিক বিপণন কলাকৌশল, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও ০২টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ, ০১টি জাতীয় সেমিনার আয়োজন;<br>৫) প্রক্রিয়াজাতকারী ও ব্যবসায়ীগণের সাথে কৃষকের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>কর্মসূচী এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি রংপুর বিভাগের ০৩টি জেলার ৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। (রংপুরের সদর উপজেলা ও মিঠাপুকুর; দিনাজপুরের সদর উপজেলা, বিরল, চিরিরবন্দর; পঞ্চগড়ের সদর উপজেলা, বোদা)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৭.</td><td rowspan="3">কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">:</td><td rowspan="2">পিপিএনবি বরাদ্দ</td><td colspan="2">কর্মসূচীর শুরু থেকে জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td><td rowspan="2">৩০ শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>৫০১.১৪ লক্ষ টাকা</td><td>২.৪৮</td><td>০.৪৯</td><td>০.৪৯</td></tr>
</table>

# বাজেট
# (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট

## ১. উন্নয়ন বাজেট:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায় | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | আর্থিক অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)<br>১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত | ৪৬৯০.০০ | ১৪৪৫.০০ | ১৪১৮.০০ (৯৮.১৩%) |
| ০২ | বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প<br>১ অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত) | ১৭৭১.০০ | ১৭৭১.০০ | ১৭৪৬.০০ (৯৮.৫৯%) |
| ০৩ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প<br>১ জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত | ১৭০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৯৯.০০ (৯৯.৯২%) |
| ০৪ | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প<br>১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | ৪৪.০০ | ৪৪.০০ | ৪৪.০০ (১০০%) |
| ০৫ | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প<br>জানুয়ারি, ২০২২-জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | প্রকল্পটি গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখে অনুমোদিত হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ নেই। | | |

## ২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | কর্মসূচীর নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায় | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | আর্থিক অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | জেলা পর্যায়ে 'কৃষকের বাজার' স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি<br>১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১১৬.০০ | ১১৬.০০ | ১১২.৬০ (৯৭.০৭%) |
| ০২ | অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি<br>১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১০৬.৬০ | ১০৬.৬০ | ১০৬.১৭ (৯৯.৬০%) |
| ০৩ | রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি<br>১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত | ২.৫০ | ২.৫০ | ২.৪৮ (৯৯.২৮%) |

## ৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি):

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক | বিবরণ | ২০২১-২২ | |
|---|---|---|---|
| | | বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
| ০১ | অনুন্নয়ন | ৩৬৮৪.০০ | ৩৮১৪.৭৯ |
| ০২ | উন্নয়ন | ৮২০৫.০০ | ৪৪৬০.০০ |
| ০৩ | কর্মসূচি | ২২৫.১০ | ২২৫.১০ |
| **সর্বমোটঃ** | | **১২,১১৪.১০** | **৮,৪৯৯.৮৯** |

## ৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট:

**অনুন্নয়ন:** (লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | কোড নং | বিবরণ | বাজেট ২০২১-২২ | সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|
| **(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়** | | | | |
| ০১ | ৩১০০ | নগদ মঞ্জুরী ও বেতন | ২৩৯৯.০৬ | ২৫৫৮.৬৮ |
| ০২ | ৩২০০ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার | ১১৭৭.২৩ | ১১৪৭.৫৬ |
| ০৩ | ৪১০০ | অ-আর্থিক সম্পদ | ১০৭.৭১ | ১০৮.৫৫ |
| **মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)** | | | **৩৬৮৪.০০** | **৩৮১৪.৭৯** |

# কর্মপরিকল্পনা

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বল্প জনবল, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ অধিদপ্তর কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে রয়েছে নানাবিধ পরিকল্পনা।

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা

**স্বল্প মেয়াদী (০১ বছর):**

- উদ্ভাবনীমূলক কৃষি বিপণন সেবা প্রদানে জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সার্টিফিকেট ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।
- স্বল্পমূল্যে বিআরটিসির ট্রাক, ডাক বিভাগের কৃষক বন্ধু ডাক সেবা ও রেলগাড়িতে কৃষিপণ্য পরিবহণ প্রতিটি জেলায় প্রচার-প্রচারণা চালানো ও মধ্যস্থতাকারীর ভুমিকা পালন করা। কৃষিপণ্যকে জরুরি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে ফেরিসহ অন্যান্য স্থানে দ্রুত পারাপারের ব্যবস্থা নেয়া। কৃষিপণ্য পরিবহণে বিভিন্ন স্তরে চাঁদাসহ অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা। দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংরক্ষণাগারের তালিকা, ভাড়া ও ধারণক্ষমতাসহ তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিটি বিপণন অফিসে সংরক্ষণ ও প্রচার প্রচারণা চালানো। এসব কৃষিপণ্যের নিয়মিত বাজার মনিটরিং, ওয়েবসাইট, ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড ও বুলেটিন আকারে মূল্য প্রচার।
- আমদানিকৃত কৃষিপণ্য/উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা; মুল্য, গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করা ও কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও আমদানি/রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।
- ধান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণ করে দেয়া, কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা এবং সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কৃষি বিপণন কর্মী যুক্ত করা ও মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা। চালের দাম বৃদ্ধি/অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চালকল মালিক, আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে কারণ ও করণীয় নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা করা।
- ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ী তালিকা প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, ওয়েবসাইটে ও লিফলেট আকারে প্রচার করা, আড়ৎ ও উন্মুক্ত উৎপাদন এলাকায় বোর্ডে টানিয়ে দেয়া। সেই সাথে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ীদেরকে ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ ও ব্যবসায় মধ্যস্থতা করা। উক্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেরকে ই-মার্কেটিং কার্যক্রমের আওতায় আনা; সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে নিয়মিত সভা ও সেমিনার করা। বিআরটিসি, কৃষক বন্ধু ডাক সেবা, রেলগাড়ী ও বেসরকারি অন্যান্য পরিবহণ সুবিধা পেতে সাহায্য করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ দল গঠন এবং/উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, ছোট, মাঝারি ও বড় বাণিজ্যিক কৃষক চিহ্নিত করে আলাদা বিপণন দল গঠন ও সমবায় বিপণনে উৎসাহ প্রদান করা, ই-মার্কেটিংয়ে সুযোগ করা দেয়া, বিভিন্ন পরিবহণের সাথে সমন্বয় করে পণ্য পরিবহণে সাহায্য করা; বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা; কৃষকের বাজারে পণ্য বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ভুট্টা ও গমের সংরক্ষণের জন্য শগঋকের গুদাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা; গৃহ পর্যায়ে আলু/পিয়াজ/রসুন সংরক্ষণের প্রাকৃতিক হিমাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা ও ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা।
- সরকারিভাবে সংগৃহীত খাদ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনে বেসরকারি গোডাউন এবং সরকারি শস্যগুদামগুলো ব্যবহার। সকল সরকারি/বেসরকারি গুদামের অবস্থান, ভাড়া, অন্যান্য শর্ত ও সুযোগের তথ্য সংবলিত তথ্যভান্ডার প্রস্তুত ও ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা এবং শগঋকের গুদাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- ই-কৃষি বিপণন চালু করা এবং সমবায় বিপণনে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান (ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা)। ই-কৃষি বিপণন প্লাটফর্ম লাইভে আনা এবং এ সংক্রান্ত কর্মসূচি যত দ্রুত সম্ভব অনুমোদন শেষে বাস্তবায়ন শুরু করা। বিপণন প্রণোদনা প্রদানের রুপরেখা প্রণয়ন; সমবায় বিপণনে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

- কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সভা/সেমিনার করা এবং কৃষি বিপণন ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। সুপারশপ, পাইকার, বড় ব্যবসায়ীদের সাথে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সবজি ও ফল ক্রয় বিষয়ে সভা/সেমিনার করা; সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ও ফল ক্রয়ে সুপারশপ ও পাইকারদের সাথে মধ্যস্থতা করা, পরিবহণ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।
- সেনাবাহিনী, পুলিশ, জেলখানা, হাসপাতাল ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত প্রতিদিনের সবজি যেন সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে পত্র প্রেরণ ও মধ্যস্থতাকারীর কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
- কৃষকের বাজার জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও স্বল্প পরিসরে প্রতিটি জেলায় কার্যক্রম শুরু করা। কৃষকের বাজার পরিচালনায় আপদকালীন সময়ে রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থের সংস্থান করা। প্রতিটি জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান কৃষিপণ্যের বাজার কার্যক্রম আরো জোরদারকরণ।
- সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সবজি ক্রয় অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রণালয়/জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা।
- যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণে কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলা চেম্বার অফ কমার্স ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে সভার আয়োজন, কমিটি গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পণ্যভিত্তিক প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইট, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, লিফলেট ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা।
- বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষিব্যবসায়ী (পাইকার, ফরিয়া, ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়তদার, কমিশন এজেন্ট), গুদামজাতকারী, হিমাগার ব্যবসায়ী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং অনলাইনে প্রকাশ।
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মানাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রণিতব্য প্রকল্পগুলোতে উল্লেখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা; প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা।

**মধ্যমেয়াদী (২-৩ বছর):**

- জেলাভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের চাহিদা নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা।
- ফসল সংগ্রহোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অধিক মূল্য পেতে প্রক্রিয়াজাতকরণে দেশে-বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদারকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও প্রশিক্ষণ। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন প্রসেসিং-কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও মেরামত ও চালনা প্রশিক্ষণ। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষি সেবা পদ্ধতির মান উন্নয়নে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ সম্পর্ক জোরদারকরণ।
- কৃষিপণ্য উৎপাদক, মধ্যস্থকারবারী ও ব্যবসায়ীদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ। কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত ডাটাবেইজ তৈরিপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং এ সংক্রান্ত ডায়েরি প্রস্তুত করা।
- সুপারশপ, ই-কমার্স ও বড়-বড় প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান যাতে সরাসরি কৃষকের সাথে চুক্তিভিত্তিক চাষ পদ্ধতিতে যায় সেজন্য উভয়পক্ষের মধ্যস্থতা করা, মনিটরিং করা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া। রপ্তানিকারক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে নিয়মিত সভা/সেমিনার করা ও চুক্তিভিত্তিক রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা; চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য কৃষকের বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ করে দেয়া।

- বৃহৎ পরিসরে ই-মার্কেটিং  চালুকরণ ও কৃষি বিপণন জোরদারকরণে প্রকল্প গ্রহণ, সরাসরি কৃষক ও বড় ব্যবসায়ী/কমিশন এজেন্ট/পাইকার/আড়তদারদের তথ্য ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে, লিফলেট আকারে  ও উৎপাদন এলাকায় বোর্ডে প্রচার ও যোগাযোগের মধ্যস্থতা করা এবং প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ করিয়ে দেয়া। প্রতিটি জেলা/উপজেলায় সম্প্রসারিত কৃষকের বাজারে সরাসরি কৃষিপণ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত করা ও সার্বিক সহায়তা করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন প্রসেসিং সেন্টারের কাজ দ্রুত শেষ করা ও ব্যবহার উপযোগী করে দ্রুত সেবা সম্প্রসারণ করা। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রশিক্ষণ, নতুন বাজার সংযোগ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ। অধিদপ্তরে আমদানি-রপ্তানি অধিশাখা খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ; আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বাজার তথ্য ব্যবস্থা উন্নত করা; জেলা পর্যায়ের প্রসেসিং-কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা; প্রস্তাবিত ভ্যালু চেইন প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ, প্রণোদনা প্রদান ও কৃষি বিপণন ঋণ প্রাপ্তিতে সার্বিক সহায়তা করা; GAP নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোয়ারেন্টাইন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা; রপ্তানি সম্প্রসারণে বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে সমন্বয় করা।
- গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। উক্ত সেবাসমূহ সম্প্রসারণের জন্য আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা অফিস-কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন, লজিস্টিক সাপোর্ট ও এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং, সর্টিং, প্রমিতকরণ ও মোড়কীকরণ বিষয়ে ভিডিও/ডকুমেন্টারি সংকলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- ই-মার্কেটিং কার্যক্রম জোরদারকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা; সমবায় বিপণনে প্রতিটি ইউনিয়নভিত্তিক সমবায় বিপণন দল গঠন করা, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিকে সংস্কার করে আধুনিক রূপরেখা প্রদান করা; ই-কৃষি বিপণনের আওতায় উন্নয়নকৃত প্লাটফর্মের সাথে সমন্বয় করা। দেশের সকল কৃষিপণ্য, উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বাজারজাতকরণ সেবাকে ই-মার্কেটিং-এর আওতায় আনা।
- দেশে বিদেশে আধুনিক কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে বিপণন কর্মী মনোনয়ন ও প্রশিক্ষণ খাতে অর্থসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। আঞ্চলিক ও জেলা প্রশিক্ষণ সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গবেষণা শাখাকে শক্তিশালী করা ও গবেষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন ও টেকসই বাজারজাতকরণ নিয়ে গবেষণা করা ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা চালুকরণে প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা; ভর্তুকি প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলার প্রসেসিং-কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে উক্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা এবং প্রয়োজনে অন দ্যা স্পট ট্রেইনিং-এর মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা।
- বাজারজাতকরণে বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিত করা ও  কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ক্যাডার কম্পোজিশন অনুমোদনের ব্যবস্থা করা ক্যাডার ও নন ক্যাডার নিয়োগবিধি অনুসারে দ্রুত উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা এবং প্রয়োজনে পদ সৃজন ও পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নারী কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ। বসতবাড়িতে নারীদের প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ করে দেওয়া ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা; কৃষি উদ্যোক্তা/বিপণন  পেতে সার্বিক সহায়তা করা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা; পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কৃষি কাজের শ্রমের মূল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদন খরচের সাথে তাদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়নে ও লাভজনক বিপণনে বিভিন্ন কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের পশ্চাদ সংযোগ করে দেয়া। পশ্চাদ সংযোগে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন, মনিটরিং করা ও যেকোন বিবাদ মীমাংসা।

- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা তথা উদ্ভাবনমূলক কৃষি বিপণন গবেষণার উন্নয়ন। উক্ত বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা।

**দীর্ঘমেয়াদী (৪-৫ বছর):**

- পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ।পলি শেডে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা করা।
- উচ্চমূল্য ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়মিত রাখা, বাজার সংযোগ করে দেয়া ও মনিটরিং এবং মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখা; চুক্তিভিত্তিক/পশ্চাদসংযোগ চাষ বৃদ্ধিকরণে ইতোপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম চালু রাখা ও এ সংক্রান্ত সুবিধা প্রদানে প্রকল্প/কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণাগার ও বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সেবা সম্প্রসারণ করা।
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সচেষ্ট হওয়া, যার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। বসতবাড়িতেই আলু, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় সেবা বৃদ্ধি করা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রাকৃতিক হিমাগার ব্যবস্থা কৃষকের কাছে পৌছে দিতে প্রয়োজনীয় গবেষণা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- কৃষিপণ্যের মূল্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো ও লজিস্টিক খাতসহ মূলধন খাতে পিপিপির ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ; প্রয়োজনে ভিন্ন-ভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অবকাঠামো ও লজিস্টিকসহ মুলধন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারস্পারিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বাড়ানো ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত করা। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও জেলা প্রশিক্ষণ কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কৃষিপণ্যের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয়ে গবেষণা করা ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সাপোর্ট ও বিভিন্ন বাজারজাতকরণ তথ্য প্রদান করা।
- মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা ও আর্থিকভাবে লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণযুক্ত গবেষণা করা ও কৃষক এবং ব্যবসায়ীদেরকে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করা।
- হাওর অঞ্চলে ভাসমান বাজার স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া।
- শস্য সংরক্ষণ ও লাভজনক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিয়মিত গবেষণা করা ও অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ব্রান্ডিং উন্নয়নে নির্দিষ্ট পণ্যের গুনগত মান, গ্রেডিং, ট্রেসিবিলিটি, যৌক্তিক মুল্য, লাইসেন্স ইত্যাদি সংবলিত উন্নত মোড়কীকরণ ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালুকরণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা। উক্ত সুবিধা প্রদানে আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে ট্রেসিবিলিটি উন্নয়নে গবেষণা করা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া এবং সার্বিক রপ্তানি উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ। কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক জোরদার করা, আন্তর্জাতিক চাহিদা ও গুণগত মান নিয়ে গবেষণা, GAP বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ বাড়ানো ও নতুন আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান ও বাজার সংযোগে পদক্ষেপ গ্রহণ।

# মানচিত্রে
# অধিদপ্তরের অবকাঠামো

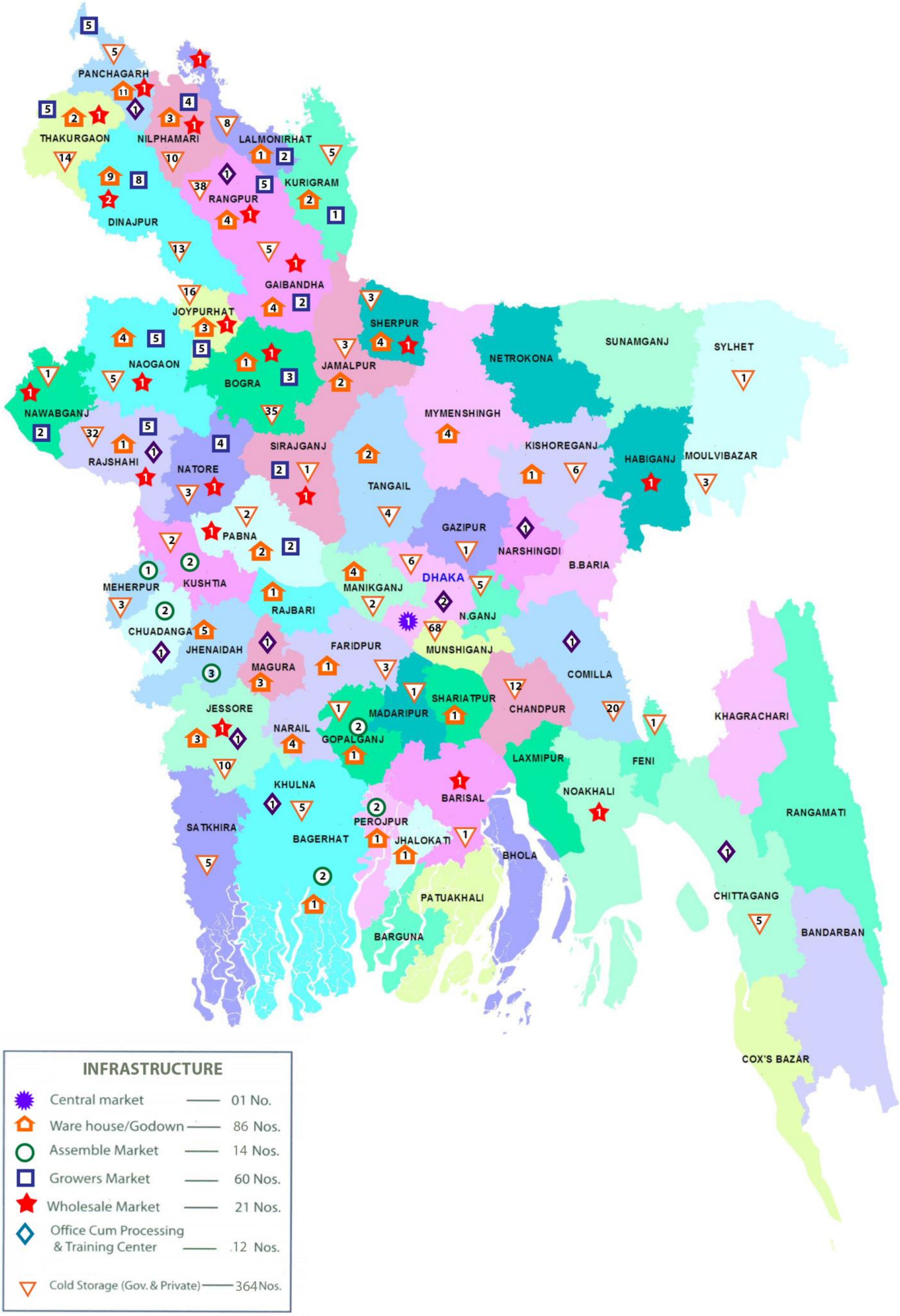
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
N.GANJ
RAJBARI
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
NOAKHALI
BARISAL
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
INFRASTRUCTURE
Central market — 01 No.
Ware house/Godown — 86 Nos.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center — 12 Nos.
Cold Storage (Gov. & Private) — 364 Nos.

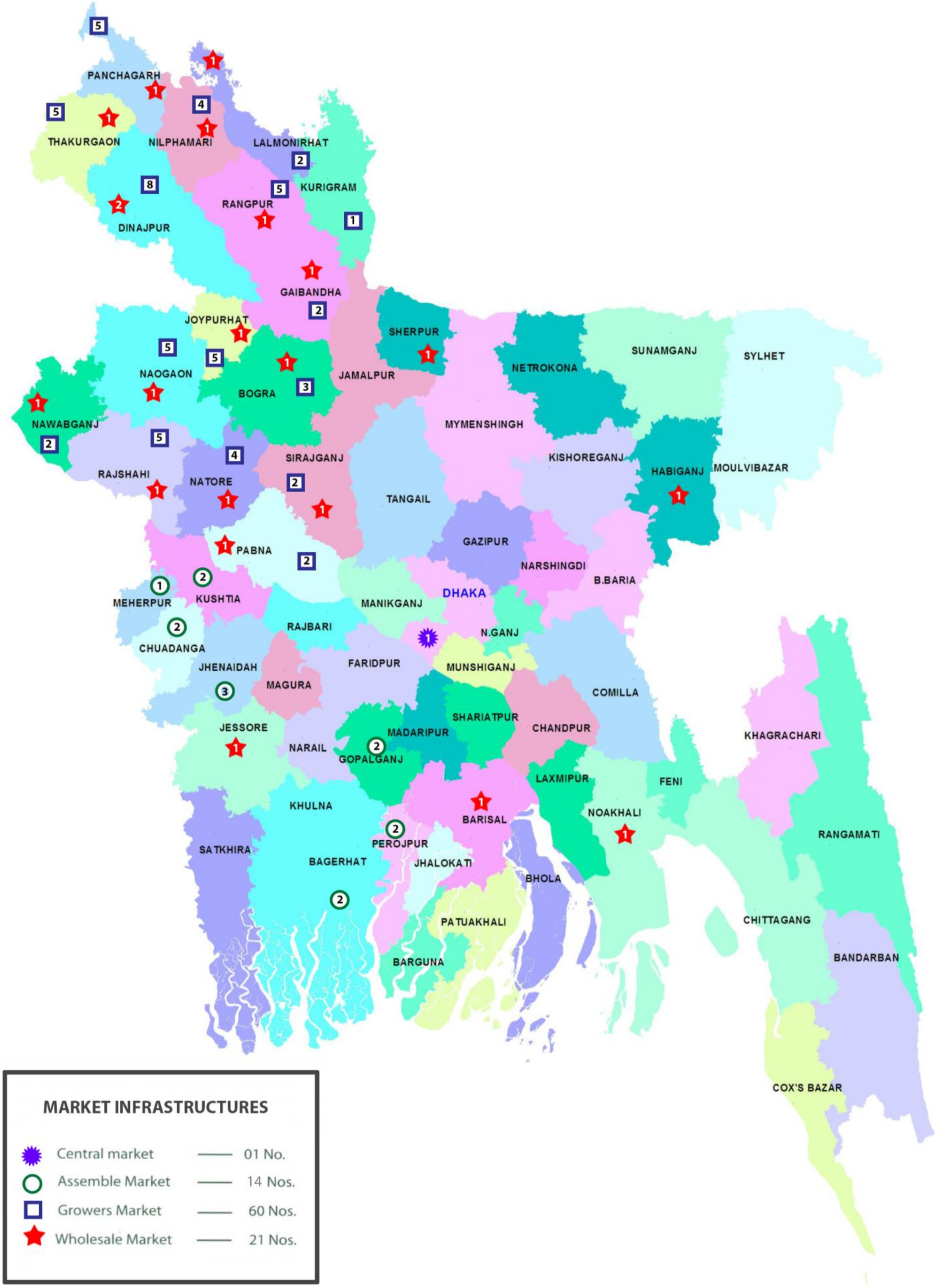
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
N.GANJ
RAJBARI
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market — 01 No.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.

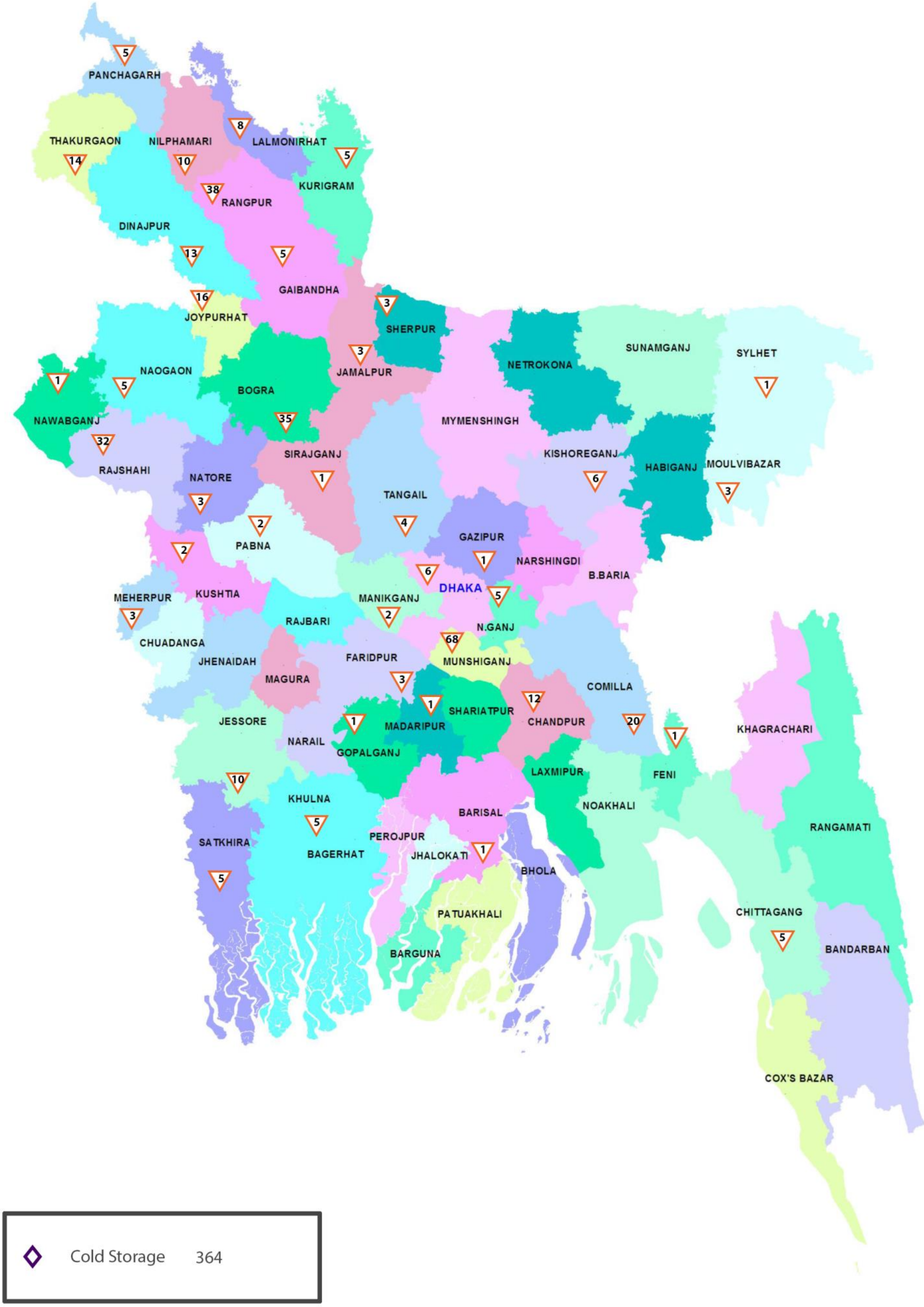
PANCHAGARH
5
THAKURGAON
14
NILPHAMARI
10
LALMONIRHAT
8
KURIGRAM
5
RANGPUR
38
DINAJPUR
13
5
GAIBANDHA
JOYPURHAT
16
SHERPUR
3
JAMALPUR
3
NAOGAON
5
NAWABGANJ
1
BOGRA
35
RAJSHAHI
32
NATORE
3
SIRAJGANJ
1
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
1
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
6
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
3
TANGAIL
4
PABNA
2
KUSHTIA
2
GAZIPUR
1
NARSHINGDI
B.BARIA
DHAKA
6
5
MEHERPUR
3
MANIKGANJ
2
RAJBARI
CHUADANGA
N.GANJ
68
JHENAIDAH
FARIDPUR
3
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
20
SHARIATPUR
1
CHANDPUR
12
JESSORE
MADARIPUR
1
GOPALGANJ
NARAIL
FENI
1
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
NOAKHALI
10
KHULNA
5
BARISAL
SATKHIRA
5
BAGERHAT
PEROJPUR
JHALOKATI
1
BHOLA
RANGAMATI
PATUAKHALI
BARGUNA
CHITTAGANG
5
BANDARBAN
COX'S BAZAR
Cold Storage 364

| | |
|---|---|
| ◇ Office cum Processing & Training Center | 12 |

PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
GAZIPUR
PABNA
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
JESSORE
SHARIATPUR
MADARIPUR
CHANDPUR
NARAIL
GOPALGANJ
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
NOAKHALI
BARISAL
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
Warehouse/Godown ----- 86

Cold Storage 364

Office cum Processing & Training Center 12

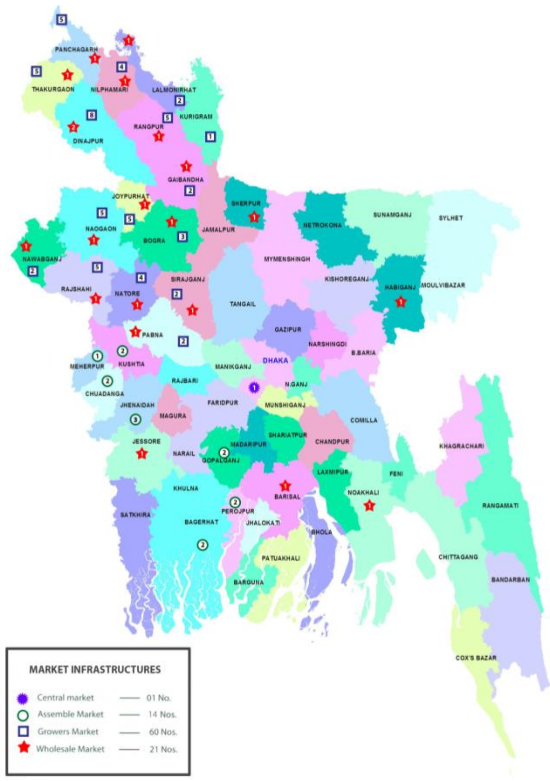
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

# ফটো গ্যালারি

# ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর ছবি

জাতীয় ফল মেলা-২০২২ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি

জাতীয় সবজি মেলা ২০২২ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৃতীয় স্থান অর্জনের ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

"খসড়া জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২২" পর্যালোচনা বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

ঝিনাইদহের বালিয়াডাঙ্গিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ফুলের এ্যাসেম্বল সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ আনায়ারুল আজিম আনার (এমপি), মাননীয় সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-০৪

ঢাকার গাবতলীতে নির্মিতব্য ফুলের পাইকারী বাজার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কক্সবাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব আঃ গাফ্ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

জাতীয় ফল মেলা ২০২২ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৃতীয় স্থান অর্জনের ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া রোডম্যাপ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় চত্বরে কৃষকের বাজার এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে উপস্থিত মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নরসিংদীতে প্রশিক্ষণার্থীগণ কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম শিখছেন

ঢাকার গাবতলীতে স্থাপিত ফুল প্রসেসিং প্লান্টে কাজ করছেন ফুল চাষী এবং উদ্যোক্তাগণ

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ মোতাবেক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করছেন সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, বগুড়া

সদর দপ্তরে "Export Potentials of Potato" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব আঃ গাফফার খান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার অফিস- কাম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভাগীয় উপপরিচালকগণের সাথে উপস্থিত পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নবাগত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান ২৭/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের "মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

অফিস-কাম ট্রেনিং সেন্টার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ

কম্পিউটার ল্যাব এর শুভ উদ্বোধন করছেন মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মধুপুর, টাঙ্গাইল

চট্টগ্রামে কৃষিপণ্য পরিবাহী ট্রাকে স্টিকার সরবরাহ করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার মদনডাঙ্গায় এসেম্বল সেন্টারে কৃষিপণ্য বিপণন কার্যক্রম

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

ভোলা সদর বাজারে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, ভোলা

এফএও-এর সহযোগিতায় নিরাপদ শাকসবজির বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সাভারে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সদর দপ্তর এবং ঢাকা জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

সবজি কালেকশন পয়েন্ট পরিদর্শন করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, সিলেট

কৃষকদের রপ্তানিকৃত সবজি পরিদর্শন করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, নরসিংদী

এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় ম্যাচিং গ্রান্ট বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মাদারীপুর জেলার মধুকোষ ব্রান্ডের মধু ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাথে লিংকেজ স্থাপন বিষয়ক সভায় উপস্থিত উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ

নরসিংদীতে কৃষকের বাজার পরিদর্শন করছেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, নরসিংদী

কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত শগঋকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, শেরপুর

পাবনা জেলাধীন সাথিয়া উপজেলায় পেঁয়াজ ও রসুন চাষি নির্বাচনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারসহ সরজমিনে কৃষককের বাড়ি পরিদর্শন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন

কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণের সঙ্গে প্রকল্প মনিটরিং টিমের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব ড. মোঃ আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রনালয়